নভেম্বর ১৯৯৫

এই সংখ্যায় থাকছে

পুনর্ঘোষিত সমবায় নীতি □ সুনীল ঘোষ
আই সি এ-র শতবর্ষ ও পরবর্তী
১০০ বছরে আন্তর্জাতিক সমবায় □ ভোলানাথ দত্ত
ও
অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গলস্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ❑ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ❑ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ❑ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে।
- ❑ মনে রাখবেন-এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ❑ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ❑ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা,
গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪পরগনা,
দক্ষিণ ২৪পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১ টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

আবদ্ধ সবই ব্যর্থ : সবলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুধু বিশ্বে : শুধু বিশ্বের লোভ। বেরাদর : জমি জমি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

নভেম্বর ১৯৯৫, সমবায় সপ্তাহ সংখ্যা

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়		৩
পুনর্গঠিত সমবায় নীতি	: সুশীল ঘোষ	৪
আই সি এ-র শতবর্ষ ও পরবর্তী		
১০০ বছরে আন্তর্জাতিক সমবায়	: ভোলানাথ দত্ত	
পরিকল্পনা ও প্রশাসনে	: উৎপল চক্রবর্তী	
বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি ও গ্রামীণ ঋণদান ব্যাঙ্ক	: অসিতবরণ নস্কর	
সমবায় ভোগ্য স্টোরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ	: কল্যাণপ্রসাদ চক্রবর্তী	
একটি সরকারি দপ্তরের ওলাওঠা	: ড. সুধাংশুশেখর সেন	
বাঁকুড়াবাসীর গর্ব — বাঁকুড়া হোমসেল		
কনজিউমার্স কো-অপ. সোসাইটি লিঃ	: সন্তোষ ভট্টাচার্য	
সমবায় সমাচার	:	

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	:	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	:	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	:	সদস্য
সুভাষ রায়	:	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	:	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	:	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	:	সম্পাদক
সম্পাদক	:	মানসকুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামের সংস্কৃতি মেছে। যে
পাকা না থাক
হাট পাকা আছে,
দৌড় পাকন আছে
আছে শিউ।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য

আছে **তন্তুজ**

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

সম্পাদকীয়

মূল সমস্যা অনুধাবন করুন

সংস্থাগত যৌথ কাঠামো চান কিংবা চান না, এ বিষয়ে স্পষ্ট চিন্তাভাবনা থাকা দরকার। সময় এসেছে সমবায়ের সামগ্রিক অস্তিত্ব কোন্ কোন্ শৃঙ্খলা ও নীতি নির্ভর তা বিশ্লেষণ করার।

সমাজবদ্ধতাই যৌথভাবে কাজ করার প্রবণতা শিক্ষা দিয়েছে। প্রয়োজনের খাতিরেই সমবায় সমিতিতে সাধারণ মানুষ যোগ দেন। সমবায় সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা যত সময়ানুগ হবে সেই সমিতি ততটাই সফলভাবে টিকে থাকবে।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এক জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু সমাজে পরিবর্তন দেখা গেলে সমবায়কেও সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

এই মানবিকতা, সচেতন দায়িত্ববোধের কথা বলা হয়েছে ১৯৯৫ সালের নতুন সংযোজিত নীতিতে। যে কারণে মৌলিক সমাজ কাঠামোর দাবির প্রতিও নিস্পৃহ থাকতে পারেন না। সচেতন, দরদী সমবায় সদস্য সমব্যথী সমাজমনস্ক মানুষও বটে।

অশিক্ষা, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বনসংহার, পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি সমস্যাও একজন আদর্শ সমবায়ীর নজর এড়িয়ে যাবে না।

একটি সমবায় সমিতির জন্ম পারস্পরিক সুবিধা তৈরির মাধ্যমে বেঁচে থাকার আরও একটু ভালো ব্যবস্থা করা, সেই সঙ্গে সমাজের সামনে যে চ্যালেঞ্জ আসছে তারও মোকাবিলা করা। কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সমবায়কে আগামী দিনে পথ চলতে হবে সে কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ক্ষমতার প্রয়োগ অপেক্ষা দায়িত্ব পালনের সাফল্যের মধ্য দিয়েই সমবায় সাফল্য অর্জন করতে পারে।

একটি আবেদন

সম্পাদক
ভাণ্ডার পত্রিকা
কলকাতা

মহাশয়,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চল বর্ধমান অফিসে কর্মরত জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক।

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার একমাত্র পুত্র সুব্রত পাঁজা, বর্তমান বয়স ২৩, দীর্ঘদিন যাবৎ 'হিমোফিলিয়া' নামক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। বর্তমানে বাঁচিয়ে রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার দ্বিতীয় পুত্রের একই রোগে সুচিকিৎসার অভাবে দশ বৎসর বয়সে জীবনাবসান হয়েছে। ডেলোরের চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুসারে কলিকাতার 'হিমোফিলিয়া সোসাইটিতে' সদস্যপদ গ্রহণ করাইয়া পর্যায়ক্রমে প্লাজমা ও ফ্যাক্টর-এইট (Factor-VIII) দিয়ে এ যাবৎকাল কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে এই পুত্রের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম পক্ষে প্রতি মাসে ১০০০ ইউনিট 'ফ্যাক্টর ইউনিট' প্রয়োজন। যার মূল্য ৩,৯০০ টাকা। কিন্তু আমার ন্যায় স্বল্প মাসিক বেতনের কর্মচারির পক্ষে ঐভাবে খরচ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় প্রগতিশীল, জনদরদী ও শুভাকাঙ্খী মানুষ এবং সংস্থা হিসাবে যদি সকলে সাহায্যের হাত বাড়ান তাহলে আমার একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করা সম্ভবপর হবে।

তাই আপনার নিকট আমার অনুরোধ উক্ত আবেদন ভাণ্ডার পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করে দাতাগণ যাতে নিম্ন ঠিকানায় মনি পাঠান এবং পরবর্তীকালে দাতাগণের নাম ভাণ্ডার পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

ইতি
শান্তিরাম পাঁজা,
জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক

ঠিকানা ঃ
সুব্রত পাঁজা
প্রযত্নে ঃ শান্তিরাম পাঁজা
গ্রাম ও পোঃ — হাটগোবিন্দপুর
জেলা বর্ধমান

[পত্রদাতা শ্রী শান্তিরাম পাঁজা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কর্মচারী। তিনি 'হিমোফিলিয়া সোসাইটি, ক্যালকাটা চ্যাপ্টার'-এর চিফ কোঅর্ডিনেটর-এর নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনার অনুকূলে একটি সুপারিশ-পত্রও আমাদের দপ্তরে দাখিল করেছেন। সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সরাসরি শ্রী পাঁজার ঠিকানায় আর্থিক সাহায্য পাঠিয়ে আমাদের দপ্তরে অবগতির জন্য সংবাদটি দিলে আমরা বাধিত হব। — সম্পাদক]

Deputy Press Secretary to the
President
President's Secretariat
Rashtrapati Bhawan
New Delhi.

MESSAGE

The President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma is happy to know that the National Cooperative Union of India, New Delhi is celebrating the 42nd All India Cooperative Week on the theme of "Cooperatives and Social Integration" from 14th November to 20th November, 1995.

The President sends his greetings on the occasion to the organisers and wishes the celebrations all success.

Yours sincerely,

Sd/-

(A. P. Frank Noronha)

Prime Minister of India

MESSAGE

I am happy to learn that Cooperative Organisations all over the country will be celebrating the "All India Cooperative Week" beginning on 14th November, the birthday of Pandit Nehru.

It is a matter of pride that the cooperative sector in India has emerged as one of the largest in the world. Our New Economic Policy envisages rapid growth and expansion of the economy in an atmosphere of competition among the various instruments of development. The Cooperative sector has also to function in this environment which opens up new avenues and opportunities. The need of the hour is for the cooperatives to adopt a multi pronged strategy and place emphasis on professionalism in management, mobilisation of internal resources and structural reforms aimed at the strengthening of the institutions at the grass root level.

I extend my greetings and best wishes to all cooperators in the country and wish them success in their endeavours.

Sd/-

(P. V. Narasimha Rao)

Lars Marcus
President
International Cooperative Alliance

MESSAGE

The International Cooperative Alliance joins NCUI and its members in the celebration of your 42nd All India Cooperative Week.

Your theme of "Cooperatives and Social Integration" is particularly timely. As you are aware, this was one of the themes of this year's United Nations World Summit on Social Development, at which the ICA presented the important role being played by co-operatives around the world. We are happy that the Summit's Declaration and Programme of Action contain many positive references to cooperatives, which can be used by cooperatives and by governments as guidelines for future action.

May I also express the hope that this year will see further progress in the efforts of Indian cooperators to amend and improve their cooperative legislation, at both state and national levels, in order to strengthen the necessary autonomy of the cooperative movement.

Sd/-

(Lars Marcus)

President
National Cooperative Business Association

MESSAGE

Best wishes to the National Cooperative Union of India as you celebrate the 42nd All India Cooperative Week, November 14 – November 20, 1995. I know that this wonderful celebration will begin on the birth date of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, which adds to the significance of this eventful week.

The theme that has been chosen, "Cooperatives and Social Integration", will provide an opportunity for more than 160 million cooperators throughout India to focus on the cooperative approach of involving people in the cooperative way of doing buisness in the Indian culture and society. As you know, the 100th anniversary of the International Cooperative Alliance is also being celebrated this year in Manchester, England, which will bring together cooperatives from all over the world. I would hope that I have the opportunity of extending my greetings in person to you and to the Indian delegation.

Regretfully, I will not be able to be with you as you participate in this celebration of cooperatives throughout India. However, I want to extend to you the greetings of the National Cooperative Business Association's Board of Directors, membership management and staff, and the 45,000 cooperative organisations in the United States.

Congratulations to you and to all who will participate in the 42nd All India Cooperative Week !

Sd/-

Russell C. Nolar, CAE

AGRICULTURE MINISTER
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110 001
October 15, 1995

MESSAGE

I am happy to learn that the 42nd All India Cooperative Week is being celebrated all over the country from the 14th to the 20th November, 1995. I have great pleasure in extending my heartiest congratulations to the leaders of the cooperative movement, to all cooperators and workers on this auspicious occasion.

I hope that during this week and in the coming year the National Cooperative Union of India will launch special efforts to mobilise and activate membership, increase the resource base of primary level cooperatives and help them diversify activities through cooperative structure and movement in the country.

Wherever cooperatives have taken root, they have succeeded in effecting significant changes in the rural ethos. The need of the hour is for the cooperative movement to reach out to many more areas and galvanize people into collective action for the social and economic development of the individual as well as the community. The challenges posed by the liberalization of the national economy can be met by the cooperatives only when the members are enlightened, the leadership becomes responsive and the management is professionalised. A genuinely democratic movement alone can subserve the interest of the participants at the grass-roots. This has to be achieved through a process of empowerment backed and made possible by programmes aimed at increasing awareness, motivation and participation on the part of the members. Unless the ultimate stake-holders have a role in the decisions taken, the movement will lack vitality.

As part of the endeavour to give greater autonomy to cooperatives, the Government of India has initiated several steps to revitalize the sector at the grass-root level.

I wish the celebrations all success.

(BALRAM JAKHAR)

PRESIDENT
NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

MESSAGE

On the auspicious occasion of the 42nd All India Cooperative Week from November 14 to 20, 1995, I send my greetings and good wishes to all the 165 million members the of cooperative family in the country.

Cooperatives have now come of age by having 16.5 crores individual members covering 65% of house-holds and 100% villages in the country. They also have a good financial and infrastructural base. However, with all the illuminating progress much is yet to be done to effect improvement in quality, efficiency, providing required level of benefits to the weaker sections of the society, developing professionalism, human resources development and the like. In the present national economic environment, cooperatives have to compete aand demonstrate their capability to provide cost effective services to their members and the public and to preserve their values and philosophy on sustainable basis. All these are immediately needed to be taken up so as to enable the cooperatives to face the market challenges.

The cooperative movement in India started with meeting the credit needs of the members is now recognised as an important institutional frame work to change the economy of the country from individualistic to social and cooperative basis. Today cooperative movement has become more conscious of its role as a system for ensuring integrated development of community rather than functioning merely as an economic organisation. In this context the cooperatives inculcate in the people cooperative values and attitudes that strengthen the social base of the community and also undertakes various activities for socio-economic development of the people belonging to those sections of society who have remained depressed both economically and socially.

The theme of this year's Cooperative Week is "Cooperatives and Social-Integration". The essential characteristic of a cooperative is close contact, social cohesion and mutual obligation. It is vital for building up gradually a new structure for our society. That is an enormous undertaking. The role of cooperatives become more important in social integration because of its democratic and institutional character. So we have to visualise the problems in the existing system from a larger point of view leading to greater aims and something that gradually changes the whole fabric of our social life.

The cooperatives should also pay adequate attention to strengthen their organisational structure at different levels. While structural consolidation and adjustments at enterprise level are very important in a competitive economy, the inter-institutional coordination and collaboration both in vertical and horizontal structures in different sectors of cooperatives is equally important in the present times. The federal cooperatives, therefore, should assume greater role and responsibility in this regard.

The International Cooperative Alliance has just celebrated its centenary in Manchester in September, 1995. Besides other vital issues the ICA Congress has also deliberated upon the statement of Cooperative Identity which constitutes the revised cooperative principles and regeneration of cooperative values. The cooperatives need to focus the attention of its members, leaders and other organs of cooperatives towards preservation and protection of cooperative values.

I once again call upon all the cooperators of India to dedicate ourselves towards the cause of cooperatives.

With cooperative greetings and best wishes for the success of cooperative week.

Sd/-

(B. S. Vishwanathan)

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

নং ঃ ১৬৬ পি / সি এম

নভেম্বর- ১০, ১৯৯৫

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ৪২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ আগামী ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর, ১৯৯৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। সমবায় আন্দোলনকে প্রসারিত করার কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রচেষ্টা দরকার। সমবায়ের গুরুত্ব আজকের দিনে আরো বেশি করে অনুভূত হচ্ছে।

সমবায় সপ্তাহ সাফল্যের সঙ্গে পালিত হবে, এ আশা রাখি।

জ্যোতি বসু

সরল দেব
মন্ত্রী
সমবায় বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, কলিকাতা-১
তারিখ-৩-১১-৯৫
টেলিফোন : ২৫-৮০০০ / ২৫-৫৬০১
(এক্সটেনশন - ৫৪১)

শুভেচ্ছা

নতুন অর্থনীতির প্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষের সাথে পশ্চিমবঙ্গও নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত ৪২তম নিখিল সমবায় সপ্তাহ পালন করবে। গত বছর পৃথিবীর প্রথম সফল সমবায় সমিতি রচডেল ইকুইটেবল্ পাইওনিয়ার্স সোসাইটি (১৮৪৪-১৯৯৪) তাদের সার্ধশতবর্ষ পালন করেছে। এবছর ইন্টারন্যাশন্যাল কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স বিশ্বের বেসরকারি সমবায় নেতৃত্বের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের শতবর্ষ (১৮৯৫-১৯৯৫) পালন করছে।

আসুন আমরা সকলে এই সন্ধিক্ষণে আন্তরিকতার সাথে সমবায় সপ্তাহ পালন করে সমবায় আন্দোলনের প্রতি আমাদের আনুগত্যকে দৃঢ়ভিত্তিক করি। সমবায় নীতি ও দর্শনের প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা কেন প্রকাশ করতে পারে আমরা সকলেই এসেছি নিজেদের কর্তব্য পালন করতে — ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে আমরা কেউ-ই আসিনি।

সরল দেব

ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র
মন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, কলিকাতা-৭০০০০১
তারিখ-২৭-১০-৯৫

শুভেচ্ছা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে আগামী ১৪-২০শে নভেম্বর,১৯৯৫ ৪২তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সমবায় ব্যবস্থা আজ এ রাজ্যে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আশা করি আগামী দিনে এ ব্যবস্থার অধিকতর গতি সঞ্চারিত হবে।

এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই এবং সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

সূর্যকান্ত মিশ্র

মন্ত্রী
কৃষি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, কলিকাতা-৭০০০০১

ডি ও নং ৪৪৮ এস এ

তারিখ-১-১১-৯৫

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ৪২তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহ ১৪-২০শে নভেম্বর পালন করা হবে জেনে আনন্দিত হলাম।

সারা দেশের মানুষের মধ্যে সমবায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিরলস প্রয়াস বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এই সংগঠন আগামী দিনেও সমবায় আন্দোলনের কাজে দেশের মানুষকে আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করতে পারবে এই আশা রাখি।

আমি সমবায় সপ্তাহের সাফল্য কামনা করি। সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

নীহার বসু

মন্ত্রী
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কলিকাতা - ১

নভেম্বর- ১০, ১৯৯৫

শুভেচ্ছা

আগামী ১৪ থেকে ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৫ 'সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহ' উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং তাদের মাসিক পত্র 'ভাতার' প্রকাশ করে সমবায় সপ্তাহ পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

সমবায় আন্দোলন এবং বিভিন্ন সমবায় সংস্থার অগ্রগতির স্বপক্ষে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন আরও গতিবেগ সঞ্চার করবে এই আশা রাখি।

প্রবীর সেনগুপ্ত

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী
তফসিলী জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডি ও নং ৪২৮ এস ও এস/এস সি টি ডব্লু

তারিখ : ৮-১১-৯৫

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন-এর উদ্যোগে আগামী ১৪ থেকে ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৫ কলিকাতায় ৪২তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহ পালিত হচ্ছে এবং এতদ্ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের সমবায় সপ্তাহ পালন করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ক্ষুদ্র অসহায় মানুষের বিকল্প অর্থনীতি হিসাবে সমবায় আন্দোলন সঠিক পথ দেখাবে বলে মনে করি, এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন যুগোপযোগী রূপরেখায় বেরিয়ে আসবে।

উদ্যোক্তাদের প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল।

বিলাসীবালা সহিস

পুনর্ঘোষিত সমবায় নীতি

সুনীল ঘোষ
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন)

গত সেপ্টেম্বর '৯৫-এ আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে তার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করেছে। এই উপলক্ষে সংঘ তার সমবায় সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিশদ আলোচনান্তে সমবায় মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের ভিত্তিতে সমবায় নীতিগুলির কিছু সংস্কার সাধন করেছে।

এই মূল্যবোধ মেনে এবং সুরক্ষিত রেখে যাতে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালিত হয় তার জন্য সমিতি তার সদস্য, নেতা ও কর্মিগণকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘের ম্যাঞ্চেস্টার মহাসম্মেলনের সমবায় পরিচিতির ঘোষণাপত্র সমবায় মূল্যবোধ নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

"সমবায় সমিতিগুলির ভিত্তি হচ্ছে স্বাবলম্বন, গণতন্ত্র, সমতা, সমদর্শিতা এবং সংঘবদ্ধতা। সততা, প্রকাশ্যতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অপরের প্রতি সহমর্মিতা এই নৈতিক মূল্যবোধের সমষ্টিতে সমবায় সদস্যগণ আস্থাশীল।"

সমবায় নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই এই মূল্যবোধের উপাদানসমূহ ধরে রাখা সম্ভব। পুনর্ঘোষিত সমবায় নীতিগুলি হল :

(১) স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ

সমবায় সমিতিগুলি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান, এর পরিষেবা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে সদস্যপদ নারী-পুরুষ জাতি-বর্ণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সদস্যপদের দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক সকলের জন্য অবাধ ও উন্মুক্ত থাকবে।

(২) সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমিতিসমূহের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের মাধ্যমেই সমিতির উপর সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোন, সদস্যগণের নিকট দায়বদ্ধ। প্রাথমিক সমিতি গুলির সকল সদস্যের সমান ভোটাধিকার (এক সদস্যের এক ভোট) কার্যকর থাকে। অন্যান্য স্তরের সমবায় সমিতি-গুলিতেও গণ-তান্ত্রিকতার ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে থাকে।

(৩) আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ

সদস্যগণ সদস্যতার ভিত্তিতে সমিতির মূলধন যোগানে অংশগ্রহণ করে এবং গণ-তান্ত্রিকতার ভিত্তিতে তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সদস্য পদভুক্তির সুবাদে সদস্যগণ সাধারণত তাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে অংশ সীমিত প্রত্যর্পণ, উদ্বৃত্ত থাকলে তবেই পাবে। সদস্য-গণ উদ্বৃত্ত অর্থ নিম্নলিখিত খাতে বিভাজন করবে — সমিতির উন্নয়নে, সদস্যদের ব্যবসায়িক স্তরে অংশগ্রহণের আনুপাতিক ভিত্তিতে সুবিধা দিয়ে এবং সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে।

(৪) স্বশাসন ও স্বাবলম্বন

সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত ও স্বনির্ভর সংস্থা। তারা যদি সরকার সহ অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় অথবা অন্যান্য বহিঃস্রোত উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে তাহলেও সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ের স্বশাসন বজায় রাখার শর্তেই তারা সে কাজ করবে।

(৫) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং প্রচার

সমবায়গুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সমিতি তার সদস্যগণ ও নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ এবং ম্যানেজার সহ অন্যান্য কর্মিদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখবে। তারা জন-সাধারণকে বিশেষত যুব সম্প্রদায় এবং জনমত সংগঠকদের সমবায়ের চরিত্র ও উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করবে।

(৬) সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা

স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোর মাধ্যমে একে সাথে কাজ করে সমবায়গুলি তাদের সদস্যদের অত্যন্ত কার্যকর ভাবে পরিষেবা দেবে ও সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

(৭) সামাজিক দায়বদ্ধতা

সদস্যগণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা পূরণের সাথে সাথে সমাজের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যেও সমবায়গুলি কাজ করবে। বাজার অর্থনীতির উদ্ভবের ফলে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে একদিকে যেমন কতকগুলি ক্ষেত্রে তীব্র প্রতি-যোগিতার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে কতকগুলি সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যার সাধনে তারা অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান-গুলির তুলনায় তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে পারে। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি এই কাজে সাফল্য পেতে পারে যদি তারা তাদের পরিচালন ব্যবস্থা ও কার্যধারাকে সমবায় নীতি ও মূল্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। সমবায় নীতি-ভিত্তিক ব্যবসায়িক লেনদেনের সুবন্দোবস্ত ও পরিচালনার পেশাদারিত্বের যুক্তিসহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই প্রয়োজন। ১৯৯২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের মহাসম্মেলন এই ঐকমত্যে উপনীত হয় যে —

(১) সমবায় সমিতিগুলি যেহেতু পরিষেবা গ্রহণকারী সদস্যদের সংগঠন তাই তারা সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মধারা পরিচালনা করবে।

(২) সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমিতিসমূহের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম পরিচালিত হবে।

(৩) মানব সম্পদ উন্নয়নে তারা অবশ্যই বদ্ধপরিকর হবে।

(৪) তারা বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্মের সূচনা করবে আর এর জন্য নিয়েই সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্বুদ্ধ সংগঠন হিসাবে নিজেদের উপস্থিতির পরিচয় রাখবে।

(৫) তারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই কার্যপ্রসূ আন্তঃসমবায় সম্পর্ক স্থাপন করে একটি সুসংহত স্বব্যবসায়িক ব্যবস্থা হিসাবে কাজকর্ম পরিচালনা করবে। □

(ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ)

"একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ —"

সহযোগিতা আর সহমর্মিতার আশ্বাস নিয়েই
সাধারণ মানুষের সাথে এগিয়ে চলেছে 'সমবায়'।

সমবায় ব্যাঙ্ক তারই দ্যোতক। আপনার সহায়তাও আমাদের কাম্য।

সর্বসাধারণের জন্য সবরকম আমানতের ওপর ১/২ বেশি সুদ/আমানত বিমা দ্বারা সুরক্ষা/সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা রয়েছে।

তৎপর পরিষেবা আমাদের লক্ষ্য।

কৃষক/বয়নশিল্পী/চাকুরিজীবী তফসিলি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ -এর প্রকল্প রয়েছে।

আপনার নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করুন

আরামবাগ, খানাকুল, খামারগাছি, চুচুঁড়া, চাঁপাডাঙ্গা, জাঙ্গিপাড়া,
তারকেশ্বর, ধনিয়াখালী, পাণ্ডুয়া, কামারপুকুর ও হরিপাল

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

চুচুঁড়া ● হুগলি

পরিকল্পনা ও গ্রামোন্নয়ন

উৎপল চক্রবর্তী
(পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক)

উন্নয়নে পরিকল্পনার ধারণা দিতে গিয়ে দুপন্থী অর্থনীতিবিদরা একসময় বলেছিলেন যে, উন্নয়নের অর্থ হোল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা পরামর্শ দিয়েছিলেন উন্নয়নমুখী পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু বাস্তবে পরিকল্পনার দশকগুলিতে দেখা গেল যে, উন্নয়নের এই ধারণা জাতীয় আয় এবং সম্পদের সুষম বন্টনে ফলপ্রসূ নয়। তাই আমাদের দেশে ষষ্ঠ পরিকল্পনার সূচনায় দেখা গেল যে, সারা দেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ বসবাস করছেন দারিদ্র্য সীমার নিচে অথচ স্বাধীনতার পরবর্তী এই সময়কালে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩.৫ ভাগের হারে। তাই দুপন্থী অর্থনীতিবিদরা তাই মনে করেন যে, প্রকৃত উন্নয়ন হোল উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। তারা আরও মনে করেন যে, জাতীয় আয় এবং আয়ভাগ সম্পদের প্রকৃত পুনর্বণ্টন তখনই সম্ভব যখন প্রকৃত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। অতি সাম্প্রতিককালে তাই অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং জীবনের গুণগত পরিবর্তনের দিকে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা উন্নয়নের নির্ণায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন জীবন সূচকের বাস্তব নমুনা পদ্ধতিকে (Physical Quality of Life Index) যা পরিমিত হয় সর্বোচ্চ একশত জনের মধ্যে। এই পরিমানের ভিত্তি হোল বেঁচে থাকার হার, সাক্ষরতা ও শিশুমৃত্যুর হার।

ভারতে পরিকল্পনার যুগের একেবারে সূচনা থেকেই গ্রামোন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে তৈরি হয়েছিল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে এই কর্মসূচি রূপায়ণে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত এই কর্মসূচি সফল হয়নি। পঞ্চম পরিকল্পনায় এসে গুরুত্ব দেওয়া হোল জীবনের মৌলিক প্রয়োজন তথা দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় উন্নততর জীবনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকে। বলা হোল জাতীয় জীবনের গঠনগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে এমনভাবে যাতে জীবনযাত্রার মান, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা বেকারত্ব বিমোচনের মধ্যে দিয়ে আত্ম-প্রত্যয়শীল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়। সপ্তম পরিকল্পনায় আর একটু অগ্রসর হয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হোল আধুনিকীকরণ, আত্মপ্রত্যয়, সামাজিক ন্যায় এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে। এক কথায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্ব বিমোচন এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার সংকীর্ণ ধ্যান-ধারণা থেকে ভারতীয় পরিকল্পনা গ্রামোন্নয়নে সুদৃঢ় অর্থ-নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

কিন্তু ভারতের মত একটি বিশাল এবং বহুজাতিক দেশে কেন্দ্রে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই তা সঠিকভাবে ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না পরিকল্পনার উপকৃত ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে তাদের সুখ-দুঃখ এবং ভাল-মন্দের সুবিচার আদায় করতে পারছেন। সাম্প্রতিককালে তাই পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রী-করণের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হোল যে কেন্দ্রীয় স্তরে মোট ২৬টি মন্ত্রক এবং স্বাধীন সংস্থা বর্তমানে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে যুক্ত। এতগুলি মন্ত্রকের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয় ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পরিকল্পনার বাস্তবায়নে স্থানীয় সমস্যার প্রকৃত নিরিখ যাচাই করতে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ১৯৮৫ সালে ভারতে সপ্তম পরিকল্পনা চলাকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার সূচনা হয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণের অন্যতম মাধ্যম হোল এই রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যা ১৯৭৮ সাল থেকে এ রাজ্যের গ্রামোন্নয়নের নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই রাজ্যে বর্তমানে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির অন্তর্কাঠামো নিম্নরূপ :

রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ (State Planning Board)
জেলা পরিকল্পনা সমন্বয় পরিষদ (District Plan Co-ordination Council)
জেলা পরিকল্পনা কমিটি (District Plan Committee)
ব্লক পরিকল্পনা কমিটি (Block Plan Committee)

জেলাস্তরে জেলা পরিকল্পনা ও সমন্বয় পরিষদের কাজ হোল পরিকল্পনাগুলি বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং অনুমোদন করা। জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাজ হোল জেলা স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ। সর্বনিম্ন স্তরে আছে ব্লক পরিকল্পনা কমিটি। এই কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রচিত পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন করে ব্লক স্তরের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেই পরিকল্পনা পাঠানো হয় জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে। এইভাবে ব্লক ও পৌরসভা স্তরের পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জেলা পরি-কল্পনা কমিটি জেলার পরিকল্পনা পাঠান রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের কাছে।

সর্বনিম্ন স্তরে ব্লক পরিকল্পনা কমিটির গঠন হোল নিম্নরূপ :

(১) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি — সভাপতি

(২) পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি সমূহের কর্মাধ্যক্ষগণ — সদস্য

(৩) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ — সদস্য

(৪) ব্লকস্তরে বিভিন্ন বিভাগের আধি-কারিকগণ — সদস্য

(৫) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক — সদস্য-

সচিব।

এইভাবে জেলা পরিকল্পনা কমিটির গঠন হোল :

(১) জিলা পরিষদের সভাধিপতি — সভাপতি

(২) জিলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি সমূহের কর্মাধ্যক্ষগণ — সদস্য

(৩) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ — সদস্য

(৪) জেলার পৌরসভার সভাপতিগণ — সদস্য

(৫) জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার একজন প্রতিনিধি — সদস্য

(৬) জেলার বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক — সদস্য

(৭) জেলা শাসক — সদস্য-সচিব

মহকুমা শাসকগণ এই কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য। প্রয়োজনে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এবং জেলাস্তরের ব্যাঙ্কের আধিকারিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে এই কমিটিতে।

জেলা পরিকল্পনা সমন্বয় পরিষদের গঠন হোল :

(১) জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অথবা গ্রাম্যমন্ত্রী — সভাপতি

(২) জেলা পরিষদের সভাধিপতি — সহ-সভাপতি

(৩) জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতি সমূহের কর্মাধ্যক্ষগণ — সদস্য

(৪) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ — সদস্য

(৫) পৌরসভার সভাপতিগণ — সদস্য

(৬) জেলার বিধায়কগণ — সদস্য

(৭) জেলার সাংসদগণ — সদস্য

(৮) জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার একজন প্রতিনিধি — সদস্য

(৯) জেলার বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক — সদস্য

(১০) জেলাশাসক — সদস্য-সচিব।

বিভাগীয় কমিশনার এই পরিষদে স্থায়ী আমন্ত্রিত। যদি জেলায় একাধিক মন্ত্রী থাকেন তবে সভাপতির পদ পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হবে। যে জেলায় কোন মন্ত্রী নেই, সেই জেলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অপর কোন মন্ত্রীকে জেলা পরিকল্পনা পরিষদে সভাপতি হিসাবে মনোনীত করতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনায় যদিও দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন স্তরে আইনানুযায়ী অবস্থান করছে ব্লক পরিকল্পনা কমিটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারও নিচে পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে। ৭৩তম সংবিধান সংশোধন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের যে সংশোধন করা হয়েছে তাতে একেবারে গ্রামস্তরে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিপ্রেক্ষিত প্রস্তুত হবে গ্রাম সংসদ থেকে, যে সংসদের সদস্য হলেন সেই গ্রামের সকল ভোটার। এইভাবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে, যে পরিকল্পনায় নিজের ভাল মন্দ-সুখ-দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারছেন সেই গ্রামের সাধারণ মানুষ।

নিম্নে অনুযায়ী রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ এবং সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ বিভিন্ন দপ্তরগুলিকে পরবর্তী বছরের বরাদ্দ জেলাগুলিকে জানিয়ে দেবার নির্দেশ দেবেন। জেলার দপ্তরগুলি এই নির্দেশ পাবার পর জেলা পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে অনুরূপভাবে ব্লক পরিকল্পনা কমিটিকে ব্লক এলাকার জন্য পরবর্তী বছরের বরাদ্দ ঘোষণা করবেন। যাতে সেই বরাদ্দ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েই ব্লক পরিকল্পনা কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাদের এলাকার বরাদ্দ জানিয়ে দিতে পারেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা উঠে আসতে পারে ব্লক পরিকল্পনা কমিটির কাছে।

সামাজিক উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপযোগ্য সরকারের প্রতিটি কাজেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সাম্প্রতিককালের অর্থনীতিবিদরা কতকগুলি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। শর্তগুলি হোল :

(১) তৃণমূল স্তরে প্রতিটি সমস্যার সঠিক সংজ্ঞা এবং সীমাবদ্ধতা নিরূপণ।

(২) সমস্যা সম্পর্কে সংগৃহীত সকল তথ্য সংগ্রহ।

(৩) সমস্যা নিরূপণে বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান।

(৪) প্রকৃত ভার্যপদ্ধতির মাধ্যমে দুই-একটি সম্ভাব্য সমাধানের ব্যবস্থা করা।

(৫) অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফলাফল মূল্যায়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা।

(৬) সমস্যার পুনর্মূল্যায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ।

(৮) লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর জন্য সম্ভাব্য প্রাপ্ত সম্পদ নিরূপণ।

এই শর্তগুলি পূরণ করা গেলে কতকগুলি পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রসর হতে হবে। এগুলি হোল :

(১) প্রয়োজনের ভিত্তিতে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

(২) চলতি কর্মসূচিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার নিরূপণ।

(৩) প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদের অগ্রাধিকার নিরূপণ।

(৪) পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদকে সংগঠিত করা।

(৫) পরিকল্পনা প্রণেতা, নীতি নির্ধারক এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে সঠিক সমঝোতা-জ্ঞাপন।

(৬) সীমিত সম্পদের সঠিক সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

উপরোক্ত শর্তগুলিকে মাথায় রেখে সরকার ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছেন পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে। এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একটি গ্রামের সঠিক সমস্যাকে উপলব্ধি করার জন্য ওই এলাকাটিকে সঠিক-ভাবে সমীক্ষা করার বিষয়ে। এই সমস্যা শুধু গ্রামের রাস্তাঘাট বা পানীয় জল বা বিদ্যালয় গৃহ কিংবা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের সমস্যা নয়। এই সমস্যা ওই এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য এবং বেকারত্বের সমস্যা, যা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে কখনই সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে না। আর সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে না পারলে গ্রামোন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার মাধ্যমে দেশের সরকার যেমন দেশের অগ্রগতির নমুনা নির্ধারণ করতে পারেন পঞ্চায়েতকেও অনুরূপভাবে এলাকার উন্নয়নের অগ্রগতি নিরূপণে অগ্রসর হতে

হবে। পাশাপাশি দেখতে হবে এলাকার প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদের সদ্ব্যবহারকে, যা গ্রামকে করবে স্বয়ংনির্ভরশীল, নিয়ত করবে চাতক পাখির মত ঊর্ধ্বাকাশে সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থাকা থেকে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পরিকল্পনাভুক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ টাকা ব্যয়িত হচ্ছে জেলা ও ব্লক পরিকল্পনা কমিটির মাধ্যমে। এই চিত্রটি

বৎসর	অনুমোদিত মোট পরিকল্পনাভুক্ত ব্যয় বরাদ্দ	বিতরিত ব্যয় বরাদ্দ	শতকরা হার
১৯৮৭-৮৮	৮৬২.০০	৩৪২.৬২	৫১.৭৪
১৯৮৮-৮৯	৯৫০.৮৯	৪১৪.১২	৪৫.৬৪
১৯৮৯-৯০	১,১১৫.০০	৫২১.৮৫	৪৭.৫০
১৯৯০-৯১	১,৩২৮.০০	৬৪০.৬১	৪৯.৭৪

থেকে এর ক্রমবর্ধমান দিকটি পরিষ্কার হবে।

এই অর্থের মধ্যে গ্রাম স্তরে বিভিন্ন বিভাগীয় ব্যয়বরাদ্দ যেমন আছে তেমনি আছে জওহর রোজগার যোজনা (J. R. Y.), সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প (E. A. S.) এবং সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ প্রকল্পের অর্থ (I. R. D. P)।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় একেবারে নিম্নস্তরে যে বিষয়গুলি গৃহীত হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে নিছকই প্রকল্প ভিত্তিক লাভের বিবরণ বিশেষত জওহর রোজগার যোজনা এবং সুনিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পকে কেন্দ্র করে যাকে কোনভাবেই গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা বা ব্লক পরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া যায় না। গ্রামের সার্বিক সমস্যার নিরিখে চাহিদার চিত্রটি সেখানে অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে বা নিম্নস্তরে গণউদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীও তাতে প্রতিফলিত হচ্ছে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে গ্রাম ভিত্তিক পরিকল্পনা বা ব্লক পরিকল্পনা কখনই জে আর ওয়াই বা ই এ এস-এর পরিকল্পনা নয়।

অবশ্য এজন্য একেবারে নিম্নস্তরে পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। এক্ষেত্রে তাদেরও যেমন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে তেমনই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির ব্যয়বরাদ্দও জেলা স্তরে থেকে সমানেই ব্লক বা গ্রামস্তরে এসে পৌঁছয় না। এর ফলে নিম্নস্তরগুলিতে তড়িঘড়ি সম্ভাব্য সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের পর পরিকল্পনা প্রণয়ন গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। আর এই পরিকল্পনা কেবলই উন্নয়নের জন্য নয়, পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠাও পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি বর্ধিত দায়িত্ব। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে এই রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি হোল এখনকার ব্যাপক ভূমি-সংস্কার। আজ যে ভূমিহীন মানুষটিকে উৎসব উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে উদ্বৃত্ত জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হচ্ছে কাল যদি তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করা না যায়, তবে সেই পাট্টা প্রাপ্ত জমির সদ্ব্যবহার কোনভাবেই সম্ভব নয়। পাশাপাশি ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণের পর গ্রামের যে সকল জনসাধারণ একদিন রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিলেন, আজ ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করতে না পেরে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা পুনরায় রাতের অন্ধকারে তাদের আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগী হচ্ছেন। এ বিষয়ে এখনই সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে।

এ রাজ্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত হচ্ছে সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি, নিবিড় ও সুসংহত স্বাস্থ্য বিধান প্রকল্প এবং মানুষকে সরকারি পরিষেবা সম্পর্কে অধিকারে সচেতন করার জন্য সর্বশিক্ষণ সম্বন্ধিত পরিষেবা (C. B. C. S.)। কিন্তু কোন কর্মসূচিই সঠিকভাবে রূপায়িত হবে না, যদি এ বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়। ইতিমধ্যেই সাংবিধানিক নির্দেশ মেনে পঞ্চায়েতকে আর্থিক সাহায্য ও পরামর্শ দেবার জন্য আমাদের রাজ্যে গঠিত হয়েছে অর্থ কমিশন, যারা তাদের সুপারিশ জমা করেছে রাজ্যপালের কাছে।

কাজেই এ রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের অনুভূত চাহিদার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটিয়ে সমাজের সঠিক পরিবর্তনের দায়িত্ব পঞ্চায়েতকেই নিতে হবে। ▲

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী

তৃতীয় সংস্করণ

সর্বশেষ (অক্টোবর-৯৫) সংশোধনী সহ

অসীম রায় কৃত

আকরিক অনুবাদ কুটীর

ডিসেম্বর ৯৫ এ আমাদের কাউন্টারে পাওয়া যাবে।

ভাণ্ডারে গ্রাহক চাঁদা

প্রতি সংখ্যার মূল্য	:	৫ টাকা
শারদীয় সংখ্যা	:	২৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা (১১টি সংখ্যা)	:	৫০ টাকা
আজীবন চাঁদা	:	৫০০ টাকা

"আবার যদি জন্মই হয় তবে কেন ঐ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বল্প ভোরা গ্রাম নদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, শেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭২৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১৫৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ কোটি — তার মধ্যে
  কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
  তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ,
  প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১৭ উপকৃত হয়েছে জন চাষিভাই।
- ওমান ঘর ও হিবর্ষর প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
  এন সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আলুচাষী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এন এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাডকো)-র সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এম এ আর ডি (ইকনার্ড) কলকেরা (উল্টাডাঙা) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রদ্যোতসুন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীরতিভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

অসিতবরণ নাথ

(লেকচারার, ইকনার্ড ট্রেনিং সেন্টার)

সম্প্রতি ২০ মার্চ '৯৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, NABARD বা National Bank for Agriculture and Rural Development Bank-এর সাথে এক চুক্তিপত্রে (M. O. U.) স্বাক্ষর করেছে। এর ফলে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কেন্দ্র বিশেষভাবে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাজকর্মে নজরদারী করবে, তেমনি কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলোকেও তাদের আদায়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশেষ করে রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক পরিস্থিতি ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নাবার্ড এই বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে। এজন্য রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির শীর্ষ সংগঠন (WBSCARDB)-এর সভাপতি ভক্তিভূষণ মণ্ডল ও নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার ওয়াই সি নন্দ এই মর্মে Memorandum of Understanding-এ স্বাক্ষর করেন। এই ব্যাপারে সমস্ত প্রাইমারি কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলো একটি Development Action Plan তৈরি করেছে। ব্যাঙ্কগুলির সমূহ অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে দাদনের পরিমাণ ২৪৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় নিয়ে যাওয়ার এক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষী বৎসর থেকেই এই ঋণ বন্টনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি স্বচ্ছতা আনার জন্য তৎপর হতে হবে।

অন্যান্য অনেকগুলো অ্যাকশন প্ল্যানের সাথে সাথে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যে যে প্রকল্পে জোর দেওয়া হবে, তার নাম, পরিশোধের সময়, গ্রেস পিরিয়ড ইত্যাদি নিম্নে নিম্নে একটু আলোচনা করা হল :

(ক) কৃষি প্রকল্প :

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	পরিশোধের সময়	গ্রেস পিরিয়ড	সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ (ইউনিট প্রতি)	মন্তব্য
(১)	পাম্প সেট (৫ অশ্বশক্তি)				
	ডিজেল	১ বৎসর	নাই	টা. ১২,০০০	—
	ইলেকট্রিক	১ বৎসর	নাই	টা. ১১,৪৫০	—
(২)	শ্যালো টিউবওয়েল ও পাম্পসেট	১ বৎসর	নাই	টা. ১৮,০০০ (কম বেশি হতে পারে)	SWIDএর Clearance থাকা দরকার
(৩)	ট্রাক্টর	১ বৎসর	নাই	মোট দামের ৮৫%, অধিকপক্ষে ২,২৫,০০০ টাকা (সভোর বেশ ১৫%)	
(৪)	পাওয়ার টিলার	৭ বৎসর	নাই	মোট দামের ৮৫%, সভ্যের বেশ ১৫%	
(৫)	পান বরোজ	৭ বৎসর	১ বৎসর	১০ শতকের জন্য ৫,৫৫০ টাকা	
(৬)	গরু ও গাড়ি	৫ বৎসর	নাই	দুটো বেশি বলদ ও গাড়ির জন্য ৫,১০০ টা.	
(৭)	ঘুলের চাষ (রজনীগন্ধা)	৩ বৎসর	১ বৎসর	দশ শতকের জন্য ২,৭০০ টাকা	
(৮)	মাদুর কাঠি চাষ	৭ বৎসর	নাই	পাঁচ শতকের জন্য ৩,৩০০টাকা	
(৯)	দুগ্ধবতী গাভী	৫ বৎসর	নাই	দুটো ক্রস ব্রীডের জন্য ১৬,৩০০ টা.	
(১০)	মুরগি পালন	৭ বৎসর	১ বৎসর	লেয়ার পাখি (২০০টির জন্য)২৪,৫০০ টা. ব্রয়লার পাখি (২০০টির জন্য) ২৬,৭০০ টা.	
(১১)	শূকর পালন	৫-৬ বৎসর	১ বৎসর	(৮+১) ইউনিটের জন্য ১২,৬০০ টাকা	
(১২)	বায়োগ্যাস	৭ বৎসর	১ বৎসর	৩ ঘন প্রতি ৯,২৫০ টা. এবং ৪ ঘন প্রতি ১২,০০০ টাকা।	
(১৩)	মৎস্য চাষ	৭ বৎসর	১ বৎসর	প্রতি হেক্টরে ২৫,৬০০ ; ৩৪,৩০০ ; ৫০,১০০ এবং ৬১,৯০০ প্রকল্প ব্যয়	
(১৪)	কৃষি বন প্রকল্প	১০ বৎসর	৯ বৎসর	সামাজিক বনসৃজন একর প্রতি ৬,৫৪৫ টা.	
(১৫)	সেরিকালচার বা রেশম পোকা বা তুঁত পাতা চাষ	৫ বৎসর	১ বৎসর	০.৩০ শতকের জন্য ১২,০৮০ (যারা বৃষ্টি-সেচিত অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত)	

(খ) অকৃষি প্রকল্প ঃ কোন ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ শুধু কৃষি প্রকল্পের উপর নির্ভর করে সুনিশ্চিত হতে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, শুধুমাত্র কৃষি প্রকল্প নিয়ে সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রামের অর্থনীতি যে যে জিনিসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সে সবগুলোর সমান্তরাল উন্নয়ন না হলে সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। দৃষ্টিকে রাখা বিষয়ে এই জিনিসগুলির অন্যতম হল গ্রামীণ শিল্প, ছোট ছোট অকৃষিভিত্তিক শিল্প ও বিভিন্ন সেবামূলক উদ্যোগ। বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার শিল্পী ও কারিগর এইসব উদ্যোগের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। কিন্তু উপযুক্ত মূলধনের অভাব তাঁদের বৃদ্ধির পরিপন্থী হয়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, যা কেন্দ্রীয় সমবায় কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নামে এতদিন পরিচিত ছিল, এইসব শিল্পী ও কারিগরদের সার্বিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন ছোট-বড়-মাঝারি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কে-কে প্রকল্পে ঋণ পাওয়া যেতে পারে তা সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা হলো। যেমন, (১) মাদুর তৈরি (২) হস্তশিল্প (৩) ছাপাখানা (৪) জেরক্স মেশিন প্রকল্প (৫) বাঁশ ও বেত শিল্প (৬) চন্দনশিল্প (৭) মোমবাতি তৈরি (৮) টুথপেস্ট তৈরি (৯) টুথ পাউডার তৈরি (১০) ধূপকাঠি তৈরি (১১) প্লাস্টিকের জিনিস বা খেলনা তৈরি (১২) পাউরুটি তৈরি (১৩) বৃৎশিল্প (১৪) বই বাঁধানো বা বুক বাইন্ডিং (১৫) পোশাক তৈরি বা টেলারিং (১৬) কাঠের আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি।

এছাড়া তন্তুজের কাপড় বোনা, দেশলাই তৈরি ইত্যাদি ব্যাপার তো রয়েছেই। তাছাড়া সাইকেল বা মোটর সাইকেল মেরামতির কারখানা স্থাপন কিংবা ট্রাক্টর বা পাম্পসেট রিপেয়ারিং-এর কারখানার জন্যও ঋণ পাওয়া যেতে পারে।

(গ) গ্রামীণ বাসস্থান প্রকল্প ঃ সম্প্রতি কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক (এন এইচ বি) ও হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এইচ ইউ ডি সি) এদের আর্থিক সহযোগিতায় গ্রামীণ বাসস্থান প্রকল্পে ঋণদানের এক বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এন এইচ বি-র সহযোগিতায় যেসব প্রকল্পে ঋণ দেওয়া যেতে পারে সেই প্রকল্পগুলো মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে Salary Earner, Self Employed Person, ব্যবসায়ী এবং কৃষিজীবীদের (Agriculturist) মধ্যে প্রকল্প অনুযায়ী দেওয়া যেতে পারে।

অপরদিকে হাউজের সহযোগিতায় যে যে বাসস্থান প্রকল্প দানযোগ্য হতে পারে তার একটা সূচি নিম্নে দেওয়া হলো।

এভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নতিতে সমস্ত রাজ্যের বিভিন্ন মেলাগুলোতে তাদের দু'টো শাখা অফিস (বহরমপুর ও পুরুলিয়া) সহ ২৪টি প্রাইমারি কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বিশাল কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। ▲

শ্রেণী	মাসিক আয়	হাউজিং প্লিন্থ (Plinth)	প্রকল্পের মূল্য	ব্যাঙ্ক লোন
আর্থিক দুর্বল শ্রেণী	১,২৫০/-		১৫,২০০/-	১১,৫০০/-
নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণী	১২৫১/—২৫৫০/-	৫৫ বর্গফুট	৮০,০০০/-	৫৫,০০০/-
মধ্য আয়ভুক্ত শ্রেণী	২৫৫১/—৪৪৫০/-	৭৫ বর্গফুট	কোন নির্দিষ্ট মূল্য নেই	১,৭৫,০০০/-
উচ্চ আয়ভুক্ত শ্রেণী	৪৪৫১/- বা তার উপর	১২৫ বর্গফুট	কোন নির্দিষ্ট মূল্য নেই	৩,০০,০০০/-

ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার

চতুর্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০ টাকা
ভিতরে এক পৃষ্ঠা	ঃ	৪০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	২৫০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	ঃ	১৫০ টাকা

ভাণ্ডার

- ছয়টি সংখ্যা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা ২৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে ভাণ্ডার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম।
- ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই মুখপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
- মাসিক ভাণ্ডারে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের সবা গ্রামে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সমবায়ীর কাছে পৌঁছে যাবে।
- আপনার ব্যবসায়িক গ্রাহক মূলধনের মধ্যেই পাবেন অপূর্ব প্রচ্ছদ ও প্রতিবেদন সহ সাহিত্যিকদের মনোরমভাবে লেখায় সমৃদ্ধ বৃহৎ কলেবরের এক 'সারদীয় ভাণ্ডার'। মূল্য পঁচিশ টাকা।
- ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের মাশুল 'West Bengal State Cooperative Union'-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট/চেক অথবা মানি অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ড্রাফট/চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
- নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা সরাসরি জমা দিতেও পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
সম্পাদক, ভাণ্ডার
২০৪, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২২০-৮১৯৮

সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্পের (হুগলি) সহযোগিতায় সমবায় কোল্ড স্টোরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জি

পশ্চিমবাংলার অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলির পাশাপাশি সমবায় হিমঘরগুলিও গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমবায় হিমঘরগুলি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থে গঠিত হয়েছে। আলু ওঠার সময় চাষিরা বাধ্য হয়ে কম দামে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে দেয় উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে। কিন্তু তারা যদি তাদের আলু কয়েক মাস সংরক্ষণ করে বিক্রি করতে পারত তাহলে দাম অনেক বেশি পেত। সেইসব কথা ভেবেই সমবায় হিমঘরগুলি গড়ে উঠেছে।

"গৌরহাটী সমবায় হিমঘর"ও একই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এবং চাষিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার জন্য সর্বদা কাজ করে চলেছে।

এই হিমঘরের কার্যকরী এলাকা প্রায় ২০০ স্কোয়ার মিলি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩,৬০০। এই সদস্যরা প্রায় প্রত্যেকেই তাদের উৎপাদিত আলু এই হিমঘরে সংরক্ষণ করে থাকে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য। এই হিমঘর স্থাপনের ফলে চাষী-সদস্যরা সঠিক এবং পছন্দমতো সময়ে তাদের সংরক্ষিত আলু বিক্রি করার সুযোগ পায়। ফলে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। এই লক্ষ্য নিয়েই সমবায় হিমঘরগুলি কাজ করে চলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সমবায় কোল্ড স্টোর-গুলি চালানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা দেখা যায়, যেমন :-

(১) স্টোরগুলি লোকসানে ঝুঁকছে।

(২) কিছু কিছু স্টোর ভর্তি করার সমস্যা।

(৩) ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মচারির অভাব।

(৪) ম্যানেজমেন্টে রাজনীতির প্রভাব।

(৫) প্রফেশনালাইসড ম্যানেজমেন্টের অভাব ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে লোকসানের বিষয়টিই সব থেকে জরুরি কারণ দীর্ঘদিন লোকসানে চলতে থাকলে বা লোকসান বাড়তে থাকলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়েই সংশয় দেখা দেয়। সমবায় স্টোরগুলির লোকসানের মূল কারণ হল স্টোরগুলির হিমায়ন ব্যবস্থা অর্থাৎ ডিফিউজার সিস্টেম। পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত সমবায় কোল্ড স্টোরগুলি ডিফিউজার সিস্টেমে চলে। ডিফিউজার সিস্টেম হল - ঠাণ্ডা করার কয়েলগুলি ঘরের সিলিং তলায় বা এক তলায় বসানো থাকে এবং ঐখান থেকে ব্লোয়ারের সাহায্যে হাওয়া চার তলায় পাঠানো হয়। এবং চার তলা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই এক তলা থেকে চার তলা বা পাঁচ তলায় হাওয়া পাঠানো হয় ডাকটিং-এর মাধ্যমে অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম সিটের বক্সের সাহায্যে ঠাণ্ডা হাওয়া চার তলায় যায় এবং উপর তলা থেকে বিভিন্ন পকেটের মাধ্যমে শীতল হাওয়া ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই ঠাণ্ডা হাওয়া এক তলা থেকে চার তলায় পাঠাতে ১০ হর্স পাওয়ার করে ৬টি মোটরের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ৬০ হর্স পাওয়ার মোটরের বিদ্যুৎ খরচা হয়। সংক্ষিপ্ত-ভাবে এই হল বর্তমান সমবায় স্টোরগুলির ঘর ঠাণ্ডা করা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয় বহুল। কারণ ৬০ হর্স পাওয়ার মোটর সব সময় চালানোর ফলে বিদ্যুতের বিলের পরিমাণ প্রচুর হয়।

এই কোল্ড স্টোরও (অর্থাৎ গৌরহাটী সমবায় হিমঘর সমিতি লিঃ) গত নভেম্বর ১৯৯৪ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে চলত। অতি সম্প্রতি এই হিমঘর ডিফিউজার ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে "সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্পের" পূর্ণ সহযোগিতায়।

গৌরহাটী সমবায় হিমঘর সমিতি লিঃ-এর জন্য পত্রিকা এককালীন দেওয়া হল :-

নাম ও ঠিকানা :
গৌরহাটী সমবায় হিমঘর সমিতি লিঃ,
গ্রাম ও পোঃ — গৌরহাটী, জেলা : হুগলি,
পিন : ৭১২ ৬১৩, পশ্চিমবাংলা

রেজিঃ নং ও তারিখ :
৪ এইচ জি, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

ধারণক্ষমতা : ৪১,৫৭০ কুইন্টাল

স্টোরিং শুরুর বছর : ১৯৮৫-৮৬

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় যে সমিতিটি ১৯৭৯ সালে রেজিস্ট্রেশন পায় কিন্তু স্টোরটির কার্যকরি শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। অর্থাৎ স্টোরটি তৈরি করতে প্রায় ৬-৭ বছর লেগেছে।

এই সমবায় হিমঘরের সদস্য বিভাজন তিন প্রকার যথা :-

মেম্বারশিপ

"এ" ক্লাস	"বি" ক্লাস	"সি" ক্লাস
সমবায় সমিতি (প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি)	ব্যক্তিগত (ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী)	রাজ্য সরকার
১	৩৫০১	১

উপরোক্ত মেম্বারশিপ বিভাজন-এর চিত্র দেখলেই বোঝা যায় যে, এই হিমঘরের ব্যক্তিগত মেম্বারশিপের সংখ্যাটা যথেষ্ট সন্তোষজনক। এরা প্রায় সবাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। সমবায়ের উদ্দেশ্যই হল গরিব ও নিম্নবিত্ত এক কথায় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নতি সাধন করা। তাই এদেরকে বেশি বেশি করে সমবায়ের পতাকা তলায় নিয়ে আসতে হবে তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য। সেই দিক দিয়ে এই হিমঘরের প্রচেষ্টা সফল কারণ এখনই সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৫০০ ছাড়িয়ে গেছে

ভবিষ্যতে সদস্য সংখ্যা আরও বাড়বে। এছাড়া প্রায় প্রত্যেক সদস্যই তাদের আলু এখানে সংরক্ষণ করে থাকে। কোন আলুর ব্যবসায়ী যারা এই সমবায়ের সদস্য নয় তারা আলু রাখার সুযোগই পায় না। সুতরাং সদস্যদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় সমবায়ের আদর্শকে সামনে রেখে।

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, এই হিমঘরটি রেজিস্ট্রেশন পায় ১৯৭৯ সালে কিন্তু কাগজনিং শুরু হয় অর্থাৎ লোডিং কার্য শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৭৯ সাল থেকে এন সি ডি সি রাজ্য সরকার মারফত টাকা দিতে শুরু করে স্টোর তৈরির জন্য। শুরুও হয় ঐ সময়ে কিন্তু তা শেষ হয় ১৯৮৫ সালে অর্থাৎ ছয় বৎসর লেগেছে স্টোর তৈরির কাজ শেষ করতে। ১৯৮৬ সালে টেস্টিং হিসাবে সামান্য কিছু বস্তা লোডিং হয়। সুতরাং এই ৬/৭ বছর স্টোরের কোনরূপ আয় তো হলই না অথচ এন সি ডি সি-এর লোনের সুদ গুণতে হল। ফলে প্রথম থেকেই লোকসানের খাতি ঘরে উঠল। এছাড়া স্টোরের প্রথম ২/৩ বছর লাগে সুনাম অর্জন করতে কারণ চাষিদের মনে একটা সংশয় থেকেই যায়। প্রথম প্রথম তারা চিন্তা করে যে তাদের বহু পরিশ্রমের ফসল স্টোরে রাখলে ঠিক থাকবে না নষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি। এছাড়া সুযোগ সন্ধানীদের অপপ্রচারের ফলেও তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং স্টোরের সুনাম অর্জন করতে প্রথম কয়েক বছর লেগেই যায়। ফলস্বরূপ স্টোর খালি থাকে অথচ স্টাফ খরচা বা মেনটেন্যান্স খরচা হতেই থাকে। তাই লোকসানের পরিমাণ আরও বাড়তে থাকে।

বর্তমানে অবশ্য আর সমবায় হিমঘরটি সুনামের সাথে আলু সংরক্ষণ করে থাকে এবং গত কয়েক বছর হিমঘরটিতে শতকরা ১০০ ভাগই আলু সংরক্ষিত হয়। এই হিমঘরের স্টোরিং ওজন প্রথম থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত লোডিং টেবিল (নিচে) থেকে দেখা যায় যে ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৪-৯৫ এই চার বছর শতকরা প্রায় ১০০ পার্সেন্ট স্টোরিং হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ এই দুই বৎসর স্টোরিং পরিমাণ খুবই খারাপ। প্রথম বছর লোডিং হয়েছে মাত্র ৫,৩০০ কুইঃ অর্থাৎ প্রায় ৮৭ পার্সেন্ট স্টোর খালি ছিল এবং তার পরের বছর ও অর্ধেকের উপর খালি ছিল। অর্থাৎ প্রথম ৪/৫ বছর স্টোর ভর্তিই হোত না।

১৯৮৯-৯০ সাল থেকে এই অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সুতরাং সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্টোর খালি থাকা মানেই লোকসানের পরিমাণ বাড়া, কারণ খরচা তো কমবে না বরং বেড়েই যাবে অথচ খালি থাকার জন্য আয় কমে যাবে। তাই স্টোর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যই হল "স্টোর যেন ভর্তি রয়"।

এই সমবায় হিমঘরটির পরিচালন ব্যবস্থা ও কাগজনিং ও অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিয়মিত বোর্ডের সভা, বাৎসরিক সাধারণ সভা ও অডিট কার্য ইত্যাদি হয়। নিচে পরিচালকমণ্ডলী ও অডিট পরিসমাপ্তি দেওয়া হল :-

লোডিং টেবিল

সাল	ধারণ ক্ষমতা কুইঃ	লোডিং হয়েছে (কুইঃ)	শতকরা লোডিং (কুইঃ)
১৯৮৫-৮৬	৪১,৫৭০	৫,৩০০	১২.৭৪
১৯৮৬-৮৭	"	১৮,৭০০	৪৪.৯৪
১৯৮৭-৮৮	"	৩৫,৮০০	৮৬.১১
১৯৮৮-৮৯	"	৩৪,২০০	৮২.২৭
১৯৮৯-৯০	"	৩৭,০০০	৮৯
১৯৯০-৯১	"	৩৭,২০০	৮৯.৮৪
১৯৯১-৯২	"	৪১,১০০	৯৮.৬২
১৯৯২-৯৩	"	৪১,৫০০	৯৯.৮০
১৯৯৩-৯৪	"	৪১,৬০০	১০০
১৯৯৪-৯৫	"	৪১,৭০০	১০০.৩

পরিচালকমণ্ডলী

সমবায় সমিতি	ব্যক্তিগত সদস্য	রাজ্য সরকার প্রতিনিধি
৬ জন	৩ জন	৩ জন
"এ" ক্লাস	"বি" ক্লাস	"সি" ক্লাস

উপরের চিত্রটি থেকে দেখা যায় যে মোট ১২ জন সভ্য নিয়ে এই হিমঘরের পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

তার মধ্যে সমবায় সমিতি থেকে ৬ জন, ব্যক্তিগত চাষী সদস্যদের থেকে ৩ জন ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ৩ জন।

বিগত পাঁচ বছরে এই সমিতির বোর্ড মিটিং-এর পরিসংখ্যান :-

বোর্ড মিটিং

সাল	মোট-সভা
১৯৯০-৯১	১১টি
১৯৯১-৯২	১১ "
১৯৯২-৯৩	১৬ "
১৯৯৩-৯৪	১০ "
১৯৯৪-৯৫	১৬ "

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় যে, বোর্ডের সভা নিয়মিত হয়। এছাড়া বাৎসরিক সাধারণ সভা এবং অডিট কার্যও নিয়মিত হয় যথা :-

গত বাৎসরিক সাধারণ সভার
তারিখ-১৭. ৯. ৯৪
সমিতির বোর্ডের সভ্য নির্বাচনের
তারিখ-১৭. ৯. ৯৪
অডিট পরিসমাপ্তি-১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত
(১৯৯৪-৯৫ সালের অডিট চলছে)

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, পশ্চিমবাংলার অন্যান্য সমবায় কোল্ড স্টোরগুলির মত এই স্টোরও লোকসানে চলছে। মোট লোকসানের পরিমাণ প্রায় তেত্রিশ লক্ষ টাকা। লোকসানের অন্যতম কারণগুলি হল :-

নিচে এই হিমঘরের বিগত কয়েক বছরের লাভ ক্ষতির হিসাব দেওয়া হল :-

বিগত পাঁচ বছরের নীট লাভ/ক্ষতির পরিসংখ্যান

সাল	লাভ/ক্ষতির পরিমাণ (টাকায়)
১৯৯১	-৩৪৮৯৯৯/- (লোকসান)
১৯৯২	+২৮১৫৯৪/- (লাভ)
১৯৯৩	-১৪৯৭২৪/- (লোকসান)
১৯৯৪	-১৩২২৪৫/- (লোকসান)
১৯৯৫	-১৭৩৫১০/-- (লাভ-টেনটেটিভ)

উক্ত লাভ ক্ষতির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে কিছু পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর সমিতিটির লোকসান হয়েছে এবং ২ বছর লাভ হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৯২ সালের লাভের কারণ হল তখন বৎসরটির হিসাব নয় মাসেই শেষ হয়ে যায় কারণ কো-অপারেটিভ বৎসর পরিবর্তন হয়ে যায়। পূর্বে ছিল জুলাই থেকে জুন, ১৯৯২ সাল থেকে হল এপ্রিল থেকে মার্চ। সেই হেতু উক্ত বৎসরটিতে সমিতির লাভ হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সমিতিটি লোকসানে চলেছে। লোকসানের অনেক কারণ আছে তবে অন্যতম কারণগুলি হল :-

(১) স্টোর তৈরির কাজ দেরি হওয়ায় (অর্থাৎ ১৯৮০ থেকে '৮৫ এই ছয় বছর) আলু সংরক্ষণ করার কাজও ৫/৭ বছর পিছিয়ে যায় কিন্তু লোনের সুদের টাকা প্রথম বছর থেকেই অর্থাৎ ১৯৮০ সাল থেকেই এই সমিতির ঘাড়ে বোঝা হয়ে চাপতে থাকে।

(২) স্টোরের হিমায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(৩) স্টোরের শুভ্ উইল তৈরি হতে ৩/৪ বছর সময় লাগে ফলে প্রথম প্রথম স্টোর ভর্তি করা খুবই কষ্টসাধ্য।

(৪) পাশাপাশি অন্যান্য প্রাইভেট কোল্ড স্টোরের সাথে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে না পারা। যেমন প্রাইভেট স্টোর মালিকরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে যথা :- (ক) চাষী বা ব্যবসায়ীদের লোন দেওয়া (খ) আলু বুকিং-এর টাকা না নেওয়া (গ) আলু আনার খরচা খরচ গাড়ি-ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু সমবায় কোল্ড স্টোরগুলি উপরোক্ত সুযোগ সুবিধা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিতে পারে না। ফলে অনেক সময় স্টোর খালিই থেকে যায়।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও অন্যান্য অনেক কারণ আছে তবে মূল কারণগুলিই আলোচিত হল।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল :-

উপরোক্ত ২নং পয়েন্টটি নিয়ে অর্থাৎ "স্টোরের হিমায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল" :-

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, সমবায় হিমঘরগুলির বর্তমান কুলিং সিস্টেম খুবই ব্যয় বহুল। এই রোগে এই হিমঘরও ভুগছিল। কিছুদিন আগে থেকেই হিমঘরের পরিচালকমণ্ডলী এই রোগ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। "সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প" (আই সি ডি পি) হুগলি, আমাদের আশার আলো দেখালেন। ওনাদের সহযোগিতায় এবং (বেনফেড্) বেনফেড্ আর ই মহাশয়ের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে আমরা ডিফিউজার পদ্ধতির বদলে আধুনিক ব্যাঙ্কার পদ্ধতি করতে পেরেছি। নূতন এই পদ্ধতিতে ইলেকট্রিক খরচা বহুরে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কম হবে। গত ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে জুলাই মাসের ইলেকট্রিক ইউনিট খরচা এবং ১৯৯৫ সালের মার্চ মাস থেকে জুলাই মাসের ইলেকট্রিক ইউনিট খরচার তুলনা দেখলেই ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝা যাবে :

নিম্নোক্ত টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯৪ সালের মার্চ-এপ্রিল, মে, জুন এবং জুলাই এই পাঁচ মাসে ইলেকট্রিক ইউনিট যা খরচা হয়েছিল তার তুলনায় ১৯৯৫ সালে উক্ত পাঁচ মাসে ইউনিট খরচা একদমই অনেক কম হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও কম হবে কারণ জুলাই মাসের পর থেকে বুটির পরিবর্তে একটি করে কমপ্রেসার (ঠাণ্ডা করার মেশিন) মেশিন চালিয়েই ঘর ঠাণ্ডা রাখা যাবে। ফলে ইলেকট্রিক খরচা আরও কম হবে।

উক্ত আধুনিক ব্যাঙ্কার পদ্ধতিটি চালু করতে খরচা হয়েছে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। উক্ত টাকা "সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প" এই সমিতিকে লোন হিসাবে দিয়েছে যার ৫০ শতাংশ স্টেট সেক্টর এবং ৫০ শতাংশ লোন যা দশ বছরে পরিশোধ করতে হবে। পুরো প্রকল্পটি শেষ করতে সময় লেগেছে তিন মাস। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কাজ শুরু হয় এবং মার্চ ১৯৯৫-এর মাঝামাঝি তা শেষ হয়।

বর্তমান ব্যাঙ্কার ব্যবস্থার ঘর ঠাণ্ডা করতে আর নিচ থেকে নোজলের সাহায্যে হাওয়া ওপরে তুলতে হয় না। অর্থাৎ নিচের ৬০ হর্স পাওয়ার মোটরগুলির আর দরকার হবে না। এখন ঘর ঠাণ্ডা করার কয়েলগুলি (পূর্বে যেগুলি নিচে ছিল) ওপরে অর্থাৎ চার তলায় বসানো হয়েছে। আলু রাখার যে খাঁচা ঘরের ভিতর আছে তার মধ্যে কয়েলগুলি বসানো হয়েছে। এক একটি ঘরে ৬টি করে কয়েলের ইউনিট অর্থাৎ ২টি ঘরে মোট ১২টি খাঁচায় ১২টি কয়েলের ইউনিট বসানো হয়েছে। ১টি কয়েলের ইউনিটে মোট ৩২০ পিস (৩/৪ ইঞ্চি ব্যাসের ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি করে লম্বা) কয়েল আছে। এই কয়েলগুলির সামনে ২টি করে ১/২ হর্স পাওয়ার হাইস্পিড মি ই সি এফ

সাল	ইউনিট কনজামশন মার্চ	ইউনিট কনজামশন এপ্রিল	ইউনিট কনজামশন মে	ইউনিট কনজামশন জুন	ইউনিট কনজামশন জুলাই
১৯৯৪	৬৭৬০	৭৫৬৫	১০০৪০	১০৬৭৬	১১৪৭১
১৯৯৫	৩৯৫৯	৬৫১৭	৯১১২	৭৮৪২	৭৪২৪
কমেছে	২,৮০১ [ইউনিট]	১,০৪৮ [ইউনিট]	৯২৮ [ইউনিট]	২,৮৩৪ [ইউনিট]	৪,০০৫ [ইউনিট]
শতকরা হিসাবে	৪১.৫৩ পার্সেন্ট	১৩.৮৬ পার্সেন্ট	৯.২৫ পার্সেন্ট	২৬.৫১ পার্সেন্ট	৩৪.৯২ পার্সেন্ট

সারকুলেটিং ফ্যান বসানো আছে, যার আর পি এম হল ১৪০০। এই ফ্যানগুলির সাহায্যেই ভল্টগুলিতে হাওয়া দেওয়া হচ্ছে এবং সেই ঠাণ্ডা হাওয়া উপর থেকে নিচে ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং ২টি ঘরে মোট ২৪টি শাখা লাগানো আছে যার মোট হর্স পাওয়ার হল ১২। সুতরাং পূর্বের ব্যবস্থার তুলনায় (৬০-১২)=৪৮ হর্স পাওয়ার কমানোসান কম হচ্ছে। ফলে ইলেকট্রিক খরচা কম হতে বাধ্য।

এছাড়া পূর্বে কমপ্রেসার মেশিন সব সময়ের জন্য ২টি ঘরে চালাতে হত ঘর ঠাণ্ডা করার জন্য। এক একটি কমপ্রেসার মেশিন ৬০ হর্স পাওয়ার মোটরের সাহায্যে চলে। অর্থাৎ ২টি মেশিনের জন্য ১২০ হর্স পাওয়ার মোটর চালাতে হত। কিন্তু বর্তমানে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ১টি করে কমপ্রেসার মেশিন চালালেই চলে যায় এবং অগস্ট মাস থেকে সম্পূর্ণভাবে ১টি কম প্রেসার চলিয়েই কাজ চলে যাবে। বর্তমানে কয়েদের আয়তন আগের তুলনায় বেশি তাই ২টি কমপ্রেসার মেশিন চালানোর প্রয়োজন হবে না।এই দিকেও ইলেকট্রিক বিলের খরচা পূর্বের তুলনায় কম হবে।

এই হিমঘরের ২টি ১২৫ কে ভি এ জেনারেটার আছে। আগের ব্যবস্থায় লোড-শেডিং হলে ২টি জেনারেটারই চালাতে হত ঘরগুলি ঠাণ্ডা রাখার জন্য। কিন্তু বর্তমানে ১টি জেনারেটার চালিয়েই কাজ চলে যাচ্ছে। এবং পূর্বের তুলনায় জেনারেটারের লোডও কিছুটা কমেছে। ফলে ডিজেল খরচাও পূর্বের তুলনায় কমছে। পূর্বে একটি জেনারেটার চালাতে এক ঘণ্টায় ২১-২২ লিটার ডিজেল খরচা হত এখন সেটা প্রতি ঘণ্টায় ১৯-২০ লিটারে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই দিক দিয়েও সমিতি তার খরচা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমাতে পারবে। শুধু তাই নয় যেহেতু জেনারেটারের লোড ফ্যাক্টার কম হচ্ছে সেহেতু তার লাইফের স্থায়িত্বও বাড়ছে। ফলে মেনটেন্যান্স খরচাও কমবে।

এছাড়া প্ল্যান্টের সার্বিক মেনটেন্যান্স খরচাও আগের তুলনায় কম হবে কারণ পূর্বের ডিফিউজারগুলির অয়েলিং পার্টস ইত্যাদির খরচা আর একদম হবেই না কারণ ডিফিউজারগুলিই আর নেই। মোট হর্স পাওয়ার লোড প্ল্যান্টের পূর্বের তুলনায় কম হওয়ার জন্য সামগ্রিক ইলেকট্রিক্যাল মেশিনারীর মেনটেন্যান্স এবং রিপেয়ারিং খরচাও কম হবে। (যথা ট্রান্সফরমার, ও সি বি মেন সুইচ ইত্যাদি) এইভাবে সামগ্রিক দিকে সমিতির খরচা পূর্বের তুলনায় (প্ল্যান্ট মেনটেন্যান্স) কম হবে। এবং আশা করা যায় যে, ৭-৮ বছরের মধ্যে সমিতির লোকসান পূরণ হয়ে লাভের মুখ দেখা যাবে।

এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য 'সুসহেড সমবায় বিকাশ প্রকল্প', চুঁচুড়া এবং বেনফেড আর ই সী গাঙ্গুলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতেই হয়। কারণ এঁদের উদ্যোগ এবং তত্ত্বাবধানের জন্যই এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সফল হল।

আমরা জানি যে, পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত সমবায় কোল্ড স্টোরগুলি আছে তারাও কেন উদ্যোগ নেয় পুরানো হিমায়ন ব্যবস্থা বদলে আধুনিক হিমায়ন ব্যবস্থা করার জন্য। এতে করে আমাদের মত তারাও আর্থিক লোকসানের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবে এবং সমবায় আন্দোলন দীর্ঘদিন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

পরিশেষে আমরা একটি বাণী রাখি যে আমাদের স্টোরের কার্যকরী এলাকায় আলু চাষ দিনের পর দিন ব্যাপক বাড়ছে এবং ফলনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষ চাষিভাই তাদের উৎপাদিত আলু সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারছে না। ফলে আলু ওঠার সময় তারা স্বল্প দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এতে করে তাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। তাই আমরা আমাদের কোল্ড স্টোরের সম্প্রসারণের জন্য জোরালো আবেদন রাখছি। আরামবাগ ব্লকে স্টোরের ধারণ ক্ষমতা বর্তমানে যা আছে তার তুলনায় আলুর ফলন অনেক গুণ বেশি। এখনই আরামবাগ ব্লকে ১০,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন বেশ কয়েকটি কোল্ড স্টোর তৈরি করলে এই ব্লকের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ করা যাবে।

নিচে আরামবাগ ব্লকের মোট আলু উৎপাদন এবং স্টোরিং ক্ষমতার পরিসংখ্যান থেকে হিসাবটা পাওয়া যাবে :

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে

আরামবাগ ব্লকে মোট কোল্ড স্টোর এবং ধারণ ক্ষমতার হিসাব :

মোট কোল্ড স্টোরের সংখ্যা	প্রাইভেট	কো-অপারেটিভ	মোট ধারণ ক্ষমতা (টন হিসাবে)
১১	১০ ধারণ ক্ষমতা ১০০৮৩.৪ টন	১ ধারণ ক্ষমতা ৪১৭৭.২ টন	১,০৫,০২০.৬

আরামবাগ ব্লকে মোট আলু উৎপাদনের হিসাব

সাল	মোট চাষ এলাকা (হেক্টর হিসাবে)	মোট উৎপাদন প্রতি হেক্টর (টন হিসাবে)	মোট উৎপাদন (টন হিসাবে)
১৯৯১	৬৮৩০	৩৫.০০	২৩৯০৫০.০০
১৯৯২	৭০৫০	৩০.০০	২১১৫০০.০০
১৯৯৩	৬৮০০	৩৩.০০	২২৪৪০০.০০
১৯৯৪	৭২০০	৩৬.০০	২৬০২৮০.০০

এলাকায় আলু উৎপাদন বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু স্টোরগুলির ধারণ ক্ষমতা আগের মতই আছে। সেইজন্য চাষিদের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হয় বর্তমান হিমঘরগুলির কিছু কিছু সম্প্রসারণ হলে।

এই হিমঘরেও অতি সত্বর সম্প্রসারণ প্রয়োজন কারণ আমাদের হিমঘরের কার্যকরী এলাকায় আলু প্রায় ২ গুণ বেড়ে গেছে কিন্তু স্টোর সম্প্রসারণ হয়নি। বিগত কয়েক বছর লোডিং-এর সময় এই সমস্যাটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহু চাষিভাইরা আলু রাখার জন্য আসে, কিন্তু এই হিমঘর নিরুপায় হয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে।

গৌরহাটী সমবায় হিমঘরের একনও প্রায় ২ একর ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে। তাতে স্টোর সম্প্রসারণের কাজ তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে। তাই আমরা নূনতম ১০,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আর একটি ইউনিট তৈরির আবেদন রাখছি পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই অনুরোধ রেখে যে উনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানালে এই সমিতি উপকৃত হবে।

বর্তমানে আমাদের মত এত ছোট হিমঘর লাভ করা খুবই দুরূহ। কারণ মেশিন পার্টসের দাম, বিদ্যুতের দাম ইত্যাদি দিনের পর দিন ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে অথচ তুলনায় আলু সংরক্ষণের ভাড়া অনেক কম বাড়ছে।

ধারণ ক্ষমতা বাড়লে মেনটেনেন্স খরচা কম বাড়বে আয় বৃদ্ধির তুলনায়। সর্বোপরি এলাকার ব্যাপক অংশের কৃষক ও প্রান্তিক চাষিরা উপকৃত হবেন এবং সমবায় আন্দোলনেরও ব্যাপ্তি ঘটবে।

সমবায় আন্দোলন
দীর্ঘজীবী হোক

▲

ঠিকানা

বাসুদেব চ্যাটার্জি

কে যেন চেয়েছিল ঠিকানা?
যা ঘুরছে হাতে হাতে
নকির বুকে —
শ্রমিকের হাতুড়ির ছন্দে
"বিহার বিহার" বোলে
"দুরন্ত ঘূর্ণির" পথ বেয়ে,
রমনার ক্লান্ত চোখে
গাঁয়ের বধূর বিরহ কুড়ির ছড়িয়ে
"পৃথিবীর গাড়িটা" থামিয়ে।

ঠিকানা তো আমরা পেয়েছি
"রাম ও রহিমের" বাঁচার লড়াই-এর নথে,
পথে নেমে —
মিছিলের পায়ে পায়ে
প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঝড় তুলে,
"কাশ্মীরে মরে, তেলেঙ্গানায় বেঁচে"
নকশালের ডাক শুনে,
ঢেউ তুলে, কান্না ভেঙে, আলো ফুটিয়ে
বহতা নদীর মত।

আর তো কোনো আফসোস নেই,
আছে সহস্র জনতার মাঝে —
ওঁকে খুঁজে নেওয়া।

(প্রয়াত সলিল চৌধুরী স্মরণে)

- সমবায় শিক্ষা তহবিলের পরিচালনা ও তত্বাবধী রাজ্য সরকারের সমবায়মন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির উপর ন্যস্ত ;
- সমবায় শিক্ষা তহবিলের সাহায্যে সমবায় জনশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার এবং সমবায় আন্দোলনের বিকাশমুখী অন্যান্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে;
- সমবায় আইনে প্রতিটি সমিতির বার্ষিক লাভের ৫ শতাংশ হারে সর্বোচ্চ সীমা ৭৫০০ টাকা সমবায় শিক্ষা তহবিলে প্রদেয়;
- যে সকল সমিতি তাঁদের প্রদেয় অর্থ নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন, আর যারা দিচ্ছেন না তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন অবিলম্বে তাঁদের দেয় অর্থ সমবায় শিক্ষা তহবিলে জমা দেন ;
- মনে রাখবেন 'সমবায় শিক্ষা' সমবায়ের অন্যতম মূল নীতি। যাঁরা এই খাতে প্রদেয় টাকা দিচ্ছেন না অথচ দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁরা এই নীতি লঙ্ঘন করছেন;
- অতএব সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে আপনার সমিতির দেয় লভ্যাংশ সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে এখনই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দিন।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো- অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার অনাদায়ের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিদ্যুৎ চালিত, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য ঃ

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

কয়েকটি মরসুমি ফলের গুণাগুণ

ড. দুলালচন্দ্র সেন (অধ্যাপক)
(পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়)

পানিফল ঃ জলে হলেও গুণে জোলো নয়

ছোট, স্বল্প দামি, সবার পরিচিত এই মরসুমি ফলের গুণাবলী কিন্তু আমাদের অনেকেরই অজানা, সেই কারণে ফলটি আমাদের নিকট এর যোগ্য কদরও পায় না। পানিফল নামটি শুনলেই বোঝা যায় যে এটি জলে হয়। শিং আছে বলেই বোধহয় এর সংস্কৃত নাম শৃঙ্গাটক। হিন্দি ও তামিলে একে সিঙ্গাড়া বলা হয়ে থাকে। আর সত্যি-সত্যি পানিফল দেখতেও অনেকটা সিঙ্গাড়ার মত। ইংরাজিতে একে ওয়াটার চেস্টনাট (Water Chestnut) বলা হয়। এর পোশাকি নাম *Trapa Bispinosa Roxb.* এই ফলের জন্মভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ। খাল-বিল, নদী-নালা, ডিল ও পুকুরে এই ফল হতে দেখা যায়। এর পাতার ডিগারাগুলিতে করাতের মত দাঁত থাকে। মেইনাগাপুর অঞ্চলে চার শিংওয়ালা আর এক ধরনের পানিফল দেখতে পাওয়া যায়।

শরৎকালে বাজারে, রাস্তা-ঘাটে পথ চলতেই এই ফলের দেখা মেলে এবং এটি পাওয়া যায় মাঘ-ফাল্গুন পর্যন্ত। যেহেতু এটি জলে জন্মায়, সেহেতু অনেকেরই ধারণা এই ফলে জল ছাড়া আর অন্য কোন খাদ্য উপাদান তেমন নেই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। তিন পুষ্টিকর ফল যেমন কিং অফ দি ফুড (আম), পুওর ম্যানস অরেঞ্জ (টম্যাটো) ও পুওর ম্যানস অ্যাপেল (পেয়ারা) অপেক্ষা পানিফলে জলীয় অংশ কম থাকে। এছাড়া প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস, এনার্জি এবং ফসফরাসের পরিমাণও পানিফলে ওই তিন পুষ্টিকর ফলের তুলনায় বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ আম, টম্যাটো এবং পেয়ারার জলীয় অংশের পরিমাণ যেখানে যথাক্রমে ৮১, ৯৪ ও ৮২ শতাংশ সেখানে পানিফলে মাত্র ৭০ শতাংশ। পাঠক-পাঠিকার বুঝবার সুবিধার্থে এখানে তালিকায় ওই তিন ফলের সঙ্গে পানিফলের প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাই-ড্রেটস, এনার্জি, ফসফরাস এবং জলীয় অংশের পরিমাণ তুলে ধরা হল।

তিন পুষ্টিকর ফলের সঙ্গে পানিফলের তুলনা
প্রতি ১০০ গ্রামে

ফলের নাম	জলীয় অংশ গ্রাম	প্রোটিন গ্রাম	মিনারেলস গ্রাম	কার্বোহাইড্রেটস গ্রাম	এনার্জি কিলো ক্যালোরি	ফসফরাস মিলিগ্রাম
আম	৮১	০.৬	০.৪	১৬.৯	৭৪	১৬
টম্যাটো	৯৪	০.৯	০.৫	৩.৬	২০	২০
পেয়ারা	৮২	০.৯	০.৭	১১.২	৫১	২৮
পানিফল	৭০	৪.৭	১.১	২৩.৩	১১৫	১৫০

এক নজরে তালিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে পানিফল প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস, এনার্জি ও ফসফরাসের এক বড় ভাণ্ডার। উপরন্তু পানিফলে স্বল্প মাত্রায় ফ্যাট, ক্যারোটিন (ভিটামিন-এ-র প্রাক অবস্থা), ভিটামিন বি ওয়ান, বি-টু, বি-সিক্স এবং ভিটামিন-সি বর্তমান। আর ক্যালসিয়াম ও আয়রণও এতে কম থাকে না। সেই সঙ্গে ফলটি খেতেও একটু মিষ্টি-মিষ্টি লাগে।

আমরা সাধারণ মানুষ এটিকে ফল বললেও পুষ্টি বিজ্ঞানীরা এটিকে কিন্তু সবজির মধ্যে ফেলে থাকেন। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে শুকনো পানিফলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস, এনার্জি, ফসফরাস এবং আয়রণ উপস্থিত থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনো পানিফলে ওই উপাদানগুলির পরিমাণ যথাক্রমে ১৩.৪ গ্রাম, ৩.১ গ্রাম, ৬৯ গ্রাম, ৩৩৬ কিলো ক্যালোরি, ৪৪০ মিলিগ্রাম এবং ২.৪ মিলিগ্রাম। এছাড়া ক্যালসিয়ামের পরিমাণও এতে একেবারে খারাপ নয় (৭০ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে)। সংক্ষেপে এ তো গেল পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতামত।

অন্যদিকে আয়ুর্বেদিক মতেও এই ফল বিভিন্ন ঔষধিক গুণের অধিকারী। যেমন ঃ

বিষ্ণুর কামড়ে ঃ আপনার বাড়িতে বা আশেপাশে চেনা-অচেনা কাউকে যদি বিষ্ণুয় কামড়ায়, তখন হাতের কাছে পানিফল থাকলে থেঁতো করে যেখানে কামড়েছে তার উপরে ভাল করে লাগিয়ে নিন। এতে অনুপম উপশম হবে।

অ্যালার্জিতে ঃ যারা মাঝে মধ্যে অ্যালার্জিতে ভোগেন, তাদের পক্ষে কাঁচা পানিফল খুবই উপকারী। কাঁচা পানিফল পাওয়া না গেলে, শুকনো পানিফলের গাঁস গুঁড়ো, গমের আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি তৈরি করে খেলে উপকার পাবেন।

গা, হাত ,পা জ্বালাতে ঃ গরমকালে অনেকেরই পিত্ত ঠিকমত কাজ করে না। এর ফলে প্রায় সময়ই তাদের গা, হাত, পা জ্বালা করতে থাকে। এই ক্ষেত্রে পানিফল ১০ গ্রাম মত বেটে দু-বেলা খেলে আর সেইসঙ্গে স্নানের আগে পানিফল বেটে গায়ে মেখে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর স্নান করে ফেলুন। কয়েকদিন করলেই ওই জ্বালা কমতে থাকবে।

শরৎকালের আগমনে ঃ শরৎকাল মানেই পুজোর মাস। আর পুজো মানেই ভোজন-বিলাসী বাঙালির চলে নানা রকম সব খাবার-দাবারের পালা। এই সময় জিভকে সংযমে রাখাই দায় হয়ে পড়ে যায়। ফলে পেটের বিভিন্ন রকমের গোলমাল দেখা দেয়। মল নরম এবং কখনও-কখনও এর সঙ্গে রক্তপাতও ঘটে। এই রকম অবস্থা হলে, ২০ গ্রাম মত শুকনো পানিফলের শাঁস ভাল করে থেঁতো করে ঘু-কাপ ঠাণ্ডা জলে সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ওই জল ছেঁকে নিয়ে পান করলে উপরোক্ত দুই উপসর্গই বন্ধ হবে।

পেটের রোগে ও প্রস্রাবের দোষে ঃ এক্ষেত্রে পানিফলের শুকনো শাঁস গুঁড়ো করে ছেঁকে নিয়ে ঘু-চামচ অল্প একটু গরম দুধে ওলে দিনে দুবার খেলে প্রথমে পেটের রোগটা কেটে যাবে। পরে আস্তে আস্তে প্রস্রাবের দোষটাও দূর হবে।

স্মৃতিশক্তি হ্রাসে ঃ যাদের স্মৃতিশক্তি কম তারা যদি পানিফলের শুকনো শাঁস নিখুঁ গুঁড়ো করে নিয়ে ভেজে, দুধ এবং চিনি দিয়ে সুজির মত হালুয়া করে রোজ খান, তাহলে ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে। অবশ্য বেশি বয়সের জন্য যাদের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটি খুব একটা কার্যকরী হবে না।

এমনকি ইউনানী বা হাকিমি চিকিৎসা পদ্ধতিতেও এই ফলের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ যেসব শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়, তাদেরকে যদি শুকনো পানিফল মিহিভাবে চূর্ণ করে তার সমে চিনি মিশিয়ে ৬ গ্রাম করে দিনে দুবার করে খাওয়ানো হয় তাহলে ওই দোষ দূর হবে।

তবে কাঁচা পানিফল খেলে কখনও কখনও কারও কারও জ্বরের উদয় হতে পারে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। আর আমাদের অনেকেরই ধারণা যেহেতু এই ফল জলে জন্মায় সেহেতু এটি প্রকৃতিতে খুব ঠাণ্ডা। আসলে কিন্তু তা নয়। বরং এটি উষ্ণ গুণধর্মী। যেমন কচুরিপানা জলে বাস করলেও এর মাংস স্বভাবে গরম।

এতসব শোনার পর আপনাদের মধ্যে যারা এতদিন এই ক্ষুদ্র ও কম দামি ফলটির নাম শুনে নাক সিঁটকিয়েছেন বা অবহেলার দৃষ্টিতে একে দেখে এসেছেন আশা করি তারা নিশ্চয় এবার তাদের মত বদলাবেন এবং বছরের যে কটা দিন বেশি এই ফল পাওয়া যায় আপনারা সেগুলি গ্রহণ করবেন।

আমলকির গুণাগুণ

আমরা পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে প্রায় সময়ই ওর মাকে বিরক্ত করে "আমলকি দাও না, আমলকি দাও" বলে। এ দৃশ্য কিন্তু আমার, আপনার বাচ্চাকাচ্চার ঘরে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আমলকি প্যাকেটে করে এতো সুন্দর মুখশুদ্ধি হিসাবে ট্রেনে, ট্রামে, বাসে, দোকানে বিক্রি হয় যা কিনা বাচ্চা থেকে বুড়ো সবারই ভাল লাগে। আমলকির বিভিন্ন গুণের কথা আমরা কমবেশি প্রত্যেকেই এখন জানি। কিন্তু বেশি আমলকি খাওয়া যে ঠিক নয়, সেটা বোধহয় আমাদের অনেকেরই অজানা। এই রচনায় তাই আমলকির গুণের সাথে এর অপগুণ নিয়েও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

আমলকি সাধারণত দুর্গাপুজোর সময় থেকেই বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ ওই সময় থেকেই আমলকি ঠিকমত পুষ্ট হওয়া শুরু করে। সময় সময় আমলকিকে আমলকও বলা হয়ে থাকে। এছাড়া এর আরও অনেক নাম আছে। যেমন শ্রীফল, বাত্রী, অমৃতফল, বৃষ্যা, রোচনী, শান্ত, শিবা প্রভৃতি। এর পোশাকি নাম হল *Emblica officinalis Gaertn.* ভারতবর্ষই হল এর জন্মস্থান। আমলকি দেখতে অনেকটা টেবিল টেনিস বা পিংপং বলের মত গোল। গায়ে কমলালেবুর রোয়ার মত সাদা দাগ দেখতে পাওয়া যায় এবং পুষ্ট অবস্থায় হালকা সবুজ রঙ ধারণ করে। আমলকির শতকরা ৮৯ ভাগই ভোজ্য। এই ফলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। (৬০০ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে)। যা কিনা অন্যান্য ফলের তুলনায় অনেক বেশি। দেখা গেছে প্রতি ১০০ গ্রাম কমলালেবু এবং পেয়ারায় যেখানে ৩০ মিলিগ্রাম এবং ২১২ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি থাকে সেখানে আমলকির ক্ষেত্রে ওই দুই ফলের তুলনায় যথাক্রমে ২০ ও তিন গুণ বেশি পরিমাণ ভিটামিন-সি বর্তমান। ভিটামিন-সি স্কার্ভি রোগ সারাতে, সাধারণ সর্দি-কাশি নিরাময়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে। আমলকিতে থাইয়ামিন, কার্বোহাইড্রেটস, আয়রন, ক্যাল-সিয়াম ও ফোলিনের পরিমাণও কম নয়। এছাড়া সামান্য পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাট, ফসফরাস, সোডিয়াম, কপার, ক্যারোটিন, থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন এবং নায়াসিনও আমলকির মধ্যে উপস্থিত থাকে। আমলকি খেলে পরে আমরা একটা কষ কষ ভাব অনুভব করে থাকি। এটি প্রধানত ট্যানিন নামক এক ধরনের জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির জন্য হয়ে থাকে। এই ট্যানিনের উপস্থিতির ফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান আমাদের শরীর ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। এবং আমলকি কাটলে কিছুক্ষণ পরে এর রঙও বদলে যায়। কারণ আমলকির ভিতরকার পলিফিনোলেজ এনজাইম ট্যানিনকে বাতাসের সংস্পর্শে এসে জারিত করে ফেলে।

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি-র উপস্থিতির জন্য আমলকির যতই কদর থাকুক না কেন, এর মধ্যে উপস্থিত রয়েছে ক্ষতিকারক অক্সালিক অ্যাসিড এবং পটাসিয়াম। এই দুই উপাদানের পরিমাণ যথাক্রমে ২৯৬ এবং ২২৫ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে। অর্থাৎ একেবারে কম নয়। এই দুইয়ের সমন্বয়ে ও ক্যালসিয়ামের যোগসাজশে পেটে ক্যালসিয়াম অক্সালেট ও পটাসিয়াম অক্সালেট নামে দুই যৌগের সৃষ্টি হতে পারে। ফলে যারা পিত্তপাথুরি ও মূত্র সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন তাদের পক্ষে আমলকি খাওয়া মোটেই সমীচীন নয়। এমনকি যারা সুস্থ মানুষ তাদেরও আমলকি বেশি না খাওয়াই ভাল।

কবিরাজি মতে আমলকি সম্বন্ধে কিন্তু বহু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা আগে আমলকি থেকে 'ওষন' তৈরি করতেন। সেটিই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে 'চ্যবনপ্রাশ' নাম নিয়ে বাজারে নতুন করে ফিরে এসেছে। এখানে দেখা গেছে যে ওষন তৈরি করবার সময় কিন্তু শুধু আমলকিকে ব্যবহার করা হয় না। এর মধ্যে আমলকি ছাড়াও হরিতকী, বহেড়া, ধব, খই, ঘি, সোনা, অশ্বত্থ, কেশর, রূপার ওরক এবং আরও কিছু উপকারী জিনিস মিশিয়ে তবেই ওষন বা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আমলকির ঘনীকরণ (concentration) কে এই পদ্ধতির দ্বারা অনেকটা কমিয়ে ফেলা হয়। এর ফলে আমলকি থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাও অনেকাংশে হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে আমলকির মুখশুদ্ধি তৈরির ক্ষেত্রেও সাধারণত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন হরতকী, বয়েড়া, ইত্যাদি। তার মানে এতেও দেখা যাচ্ছে আমলকিকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমলকির ঘনীকরণ কমিয়ে ফেলা হচ্ছে যাতে করে এটি আমাদের পক্ষে হিতকারী হয়ে ওঠে।

ভিটামিন-সি কিন্তু আবার রৌদ্রে শুকালে এবং ছাল দিলে বহুলাংশে কমে যায়। তাই আমরা আমলকি নিয়ে তৈরি কোনও জিনিস যখন বাজার থেকে কিনে খাই, তাতে ঠিক কতটুকু পরিমাণ ভিটামিন-সি উপস্থিত থাকে সেটিও খানিকটা ভাববার বিষয়। এবার আমলকিকে কিভাবে বিভিন্ন রোগে প্রয়োগ করা হয়েছে দেখা যাক।

অনিদ্রাতে ঃ ঘুম না আসার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকে। তবু ঘুমের কমে যদি কাঁচা বা শুকনো আমলকি থাকে তাহলে কাঁচা দুধের সঙ্গে আমলকি বেটে, অল্প মাখন মিশিয়ে, ভালভাবে কেটিয়ে মাথার তালুতে লাগালে উপকার হবে।

ক্ষীণ দৃষ্টিতে ঃ চশমা আজকাল প্রায় প্রত্যেককেই ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবু অল্প বয়সেই যাদের দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে এবং এর জন্য ঘন ঘন চশমার পাওয়ার বাড়াতে হচ্ছে তারা যদি কেন কিছুদিন এক চামচ মধুর সঙ্গে দুই থেকে তিন চামচ আমলকির রস ভালভাবে মিশিয়ে সকালের দিকে খেতে পারেন, তাহলে ফল পেলেও পেতে পারেন। তবে এখানে বলে নেওয়া ভাল, যাদের অম্বলের ধাত আছে তারা সব সময়ই আমলকির রস একটু কমিয়ে নেবেন।

সাদাস্রাবে ঃ বহু মহিলাই ইদানীং এই রোগের শিকার। এক্ষেত্রে কাঁচা আমলকি বড় হলে একটা এবং ছোট হলে দুটো নিয়ে রস তৈরি করে অল্প চিনি অথবা মধু মিশিয়ে নিয়ে খেতে হবে। এতে আরাম হবে।

অম্বলে ঃ এই রোগে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তারা যদি শুকনো আমলকি তিন থেকে চার গ্রাম নিয়ে যেদিন খাবেন তার আগের দিন রাত্রে এক গ্লাস গরম জলে ভিজিয়ে রাখেন এবং পরের দিন ভাত খাওয়ার সময় জলের বদলে ওই আমলকি ভেজানো জল খান, তাহলে উপকার পাবেন। তবে আমলকি যেন কোন ধাতুর পাত্রে ভেজানো না হয়।

আমবাতে ঃ গায়ে চাকা চাকা ফুলে উঠলে সাধারণভাবে আমবাত বা পিত্ত বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শুকনো আমলকি এবং নিমপাতার গুঁড়ো একসঙ্গে মিলিয়ে এক গ্রামের একটু কম নিয়ে খালি পেটে কিছুদিন সকালবেলায় খেলে পরে ওই উপসর্গের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

পেটে বায়ু ও প্রস্রাবের বাধায় ঃ কেউ যদি তলপেটে বায়ু ও প্রস্রাব নির্গমনে অসুবিধার দরুণ কষ্ট পান তাহলে আমলকি চন্দনের মত করে বেটে নাভির নিচে প্রলেপ লাগালে ওই দুই উপসর্গের ক্ষেত্রে ভাল কাজ দেবে।

আমলকির অন্য একটি বড় গুণ হল এটি বায়ু, পিত্ত ও কফের যে কোন দোষকে স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেই এই ফল ঔষধার্থে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। অন্য যেহেতু আমলকি নিজে বাদে অন্য হরেও অসংখ্য রোগ সারাতে কাজে লেগে সেইজন্য একে সবার সেরা 'অমৃতফল' বলেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

টম্যাটো ঃ স্বল্প দামে সুস্বাদু হেলথ্ টনিক

শীত পড়তে না পড়তেই বাজারে টম্যাটোর আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। যদিও আজকাল প্রায় সারা বছর ধরেই বাজারে টম্যাটোর দেখা মেলে। লাল টুকটুকে টম্যাটো দেখলে প্রথমেই আমাদের চাটনির কথা মনে এসে যায়। এটিকে এক সুস্বাদু 'ফল-কাম-সবজি' বলা যেতে পারে। টম্যাটো শুধু যে স্বাদের জন্যই খাওয়া তা কিন্তু নয়। এটিকে হেলথ্ টনিক বলার পিছনে বিশেষ কারণ রয়েছে। কিন্তু সে আলোচনায় আমি পরে আসছি। প্রথমে দেখা যাক এর জন্মস্থান কোথায় এবং কত রকমের টম্যাটো পাওয়া যায়। টম্যাটোর উৎপত্তিস্থল সুদূর মেক্সিকোতে। ভারতে সম্ভবত পর্তুগীজরাই টম্যাটো চাষের প্রবর্তক। এর বোটানিক্যাল নাম (*Lycopersicon esculentum*) কায়ার বল, রেড স্কাউন্ড, রোমা, দেশি ডিকশন, বেস্ট অফ অল ইত্যাদি নাম শুনলে মনে হয় বুঝি এগুলি রেসের ঘোড়ার নাম। আসলে কিন্তু তা নয়। এগুলি নানা ধরনের টম্যাটোর নাম। আকৃতিতে এরা গোল, চ্যাপটা, লম্বা বা ডিম্বাকৃতি যাই হোক না কেন, লাল টুকটুকে, গাঁসালো, কম দানাযুক্ত টম্যাটোই কিন্তু সবচেয়ে ভাল। এর শতকরা ১০০ ভাগই আহার্য।

পুষ্টি ও খাদ্যগুণের কথা বলতে গেলে এর গুণ অপরিসীম। টম্যাটোতে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের এক নিধি ব্যাঙ্ক বলা চলে। বিশেষত ভিটামিন-সি, ভিটামিন-বি-ওয়ান, ভিটামিন-বি-টু, নায়াসিন এবং ক্যারোটিনও টম্যাটোতে বর্তমান। এছাড়া বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রণও এতে বিদ্যমান। অল্প পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেটসও এতে উপস্থিত থাকে। পাকা টম্যাটোতে কেলিক অ্যাসিডের পরিমাণও মন্দ নয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন টম্যাটোর মধ্যে উপস্থিত ভিটামিন-বি ও সি-র থেকে এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায় যাকে 'টোম্যাটিনি বা টোম্যাটাইন' বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেটি কিনা মানুষ, পশু এবং গাছপালার বহু রোগ সারাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই টোম্যাটিনি গাছের 'ফিউমোরিয়ান' নামে এক শত্রুকের ছত্রকের বৃদ্ধিকে রোধ করে। এছাড়াও টোম্যাটাইন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কঠিন ব্যাধি লিভারের ও চর্মরোগ সারাতেও সাহায্য করে। এই ওষুধের বিশেষ গুণ হল এটি গন্ধহীন এবং প্রদাহজনক নয়। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা 'টোম্যাটিউন' এবং 'কোরটিজোনা' নামক আরও দুটি ওষুধ এই টোম্যাটাইন থেকে আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে কোরটিজোনা গেঁটে বাত রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

টম্যাটো সহজপাচ্য, মূত্রবেগক ও রক্ত শোধনকারী। যারা মুখের ঘা এবং দীর্ঘস্থায়ী অজীর্ণতা রোগের শিকার, তারা নিয়মিত

কিছুদিন টম্যাটো খেলে উপকার পাবেন। নিষ্ক্রিয় লিভারকে সক্রিয় রাখতেও টম্যাটো যথেষ্টভাবে সাহায্য করে। কেরোটিক অ্যাসিডের উপস্থিতির জন্য টম্যাটো খেলে রক্তের লাল কনিকা বৃদ্ধি পায় ও রক্তাল্পতা রোগ বা অ্যানিমিয়া দূর হয়। যেসব মেয়েদের বাচ্চা হচ্ছে বা হবে তারা যদি টম্যাটো খেতে পারেন, তাহলে উপকার পাবেন।

কবিরাজী মতে টম্যাটো বিভিন্ন রোগ নিরাময়েও কাজ দেয়। যেমন :

কোষ্ঠকাঠিন্যে ঃ যাদের পুরনো কোষ্ঠকঠিন আছে তারা যদি টাটকা টম্যাটো দুবেলা ভাত খাবার আগে খোসা ও বীজ সমেত কামড়ে বা চিবিয়ে খেতে পারেন তাহলে ওই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

শিশুদের দুধ তোলায় ঃ শিশুদেরকে হামেশাই দুধ তুলতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিশুকে দুধ খাওয়াবার আগে যদি দু-এক চামচ টম্যাটোর রস খাইয়ে দেওয়া যায় তাহলে দুধ তোলা বন্ধ হবে।

কৃমিতে ঃ হিং কোড়ন দিয়ে টম্যাটোর রস তৈরি করে খেলে কৃমি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

রক্তপিত্তে ঃ পাকা টম্যাটোর রস আধ কাপ করে দিনে তিনবার খেতে পারলে, পিত্তের জন্য নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। সেইসঙ্গে থানের দাঁতের মাড়ি দিলে হবে গিয়ে রক্ত পড়ে তাদের ক্ষেত্রেও উপকার হবে।

ত্বকের বিভিন্ন রোগে ঃ যাদের চামড়ায় চাকা চাকা দাগ হয়, চামড়া শুকিয়ে যায় এবং চুলকানি বা চামড়ার উপরে ঝুসকুড়ি হয় তাদের প্রথমেই নুন খাওয়া কমাতে হবে। সেইসঙ্গে পাকা টম্যাটোর রস সকাল ও সন্ধ্যায় খেলে ওই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন।

ওজন কমাতে ঃ যাদের ওজন কম তারা যদি খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে প্রতিদিন একটি করে টম্যাটো খেতে পারেন তাহলে ওজন বাড়বে।

মুখশ্রীতে ঃ এক-চতুর্থাংশ টম্যাটোর রসের সঙ্গে এক চা চামচ নারকেলের তেল বেশ করে মিশিয়ে সেই রস সারা মাখায় ভালভাবে মালিশ করতে পারলে মুখশ্রীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

তৃষ্ণায় ঃ বিভিন্ন কারণে পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসলে টম্যাটোর রসের সঙ্গে চিনি আর লবণসহ মিশিয়ে খেলে ওই অসুবিধা দূর হয়।

পিত্তের অসুখে ঃ এই রোগে টম্যাটোর রস অথবা স্যুপ তৈরি করে তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খেলে পিত্তের অসুখ সারবে।

ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিতে ঃ টম্যাটোর রস যদি সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় নিয়ম করে খাওয়া যায় তাহলে রাতকানা রোগের প্রকোপ কমবে ও দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে।

এছাড়াও অর্শ, ডায়াবেটিস এবং পুরনো জ্বর সারাতেও টম্যাটো খুব কাজে দেয়।

টম্যাটোর রস কমলালেবুর বিকল্প হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দাম ও গুণের দিক দিয়ে বিচার করে সেইজন্য টম্যাটোকে অনেক সময় ইংরাজিতে 'poor man's orange' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। টম্যাটো থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্ত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। যেমন : জ্যাম, জেলি, চাটনি, সস্, স্যুপ, স্যালাড, আচার ইত্যাদি। বর্তমানে টম্যাটোকে পাউডার হিসাবেও পাওয়া যায়। যেটি কিনা সময়ে-অসময়ে ইচ্ছা হলেই জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে টম্যাটোর স্বাদ ও গন্ধ দুই-ই পাওয়া যায়। তবে একটা জিনিস শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন যে এই সুস্বাদু এবং উপকারী ফলটিকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত বিষাক্ত ফল বলে পরিগণিত করা হত। যাই হোক, সার্বিক বিচারে টম্যাটো যে বহু দাবে এক 'সুস্বাদু হেলথ্ টনিক' সেটি অনস্বীকার্য। ▲

কালিম্পং-এ শিক্ষণ শিবির

অফিসে কাজ করার সময় কর্মিদের মধ্যে যাতে প্রত্যেকের কর্তব্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুবর্তিতা এবং পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বজায় থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অফিসে সচিব পদের সংজ্ঞা, প্রয়োজনীয়তা, বিভাগ, সমবয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য, অফিসে তাঁর অবস্থান এবং সফল সচিবের গুণাগুণ কি হওয়া উচিত তার বিশদ ব্যাখ্যা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুশীল ঘোষ। তিনি রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, মহকুমা সমবায় ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কিছু সংখ্যক কর্মচারিদের নিয়ে কালিম্পং-এ অনুষ্ঠিত এক শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী ভাষণ দেন ও তাঁর নির্ধারিত ক্লাসে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও কর্মচারিদের ন্যায্য দাবিদাওয়াতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা উপস্থিত ২৩ জন শিক্ষার্থী-কর্মিদের মধ্যে অতিরিক্ত কর্ম প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। কর্মিদের ন্যায্য পাওনা যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করছেন তা তিনি সুকৌশলে বুঝিয়ে দেন।

অক্টোবরের ১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত চারদিনের এই ওয়ার্কশপে প্রথমেই এ্যাকাউন্টস্ নিয়ে আলোচনা করেন কোর্স কো-অর্ডিনেটর পরিমল চৌধুরী, লেকচারার সলিল বেরা, কল্যাণ পাল ও বাসুদেব মুখার্জি। সমবায় আইনের ২৩ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী সাধারণ ও বিশেষ সাধারণ সভার বিশদ নিয়মাবলী, অফিসের কাজে নথি চলাচল, চিঠির খসড়া তৈরি এবং সমবায়ের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেন যথাক্রমে কালিম্পং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অস্থায়ী চরণ সরকার, যুগ্ম-নিবন্ধক মানসকুমার রায় ও জলপাইগুড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ অনুপ ঘোষ।

এই শিক্ষণ শিবিরে প্রতি ক্লাসের পর হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া ও প্রত্যেকের মূল্যায়ন ছিল এক উল্লেখযোগ্য কোর্স পরিচালনার অঙ্গ। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, প্রত্যেকের মূল্যায়ন আশাব্যঞ্জক। শিক্ষার্থীদের সমস্ত রকম কাকলেলা থেকে মুক্ত থেকে এই প্রশিক্ষণে মনোনিবেশ করে আশাব্যঞ্জক ফল হওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন শীষুষ ঘোষাল। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ চরণ সরকার।

☐ অশোককুমার গিরি

বাঁকুড়াবাসীর গর্ব — বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপ. সোসাইটি লিঃ

সন্তোষ ভট্টাচার্য
(জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মত বাঁকুড়া জেলাতেও আছে বাঁকুড়া জেলা হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সেই ১৯৫৪ থেকে। কিন্তু জনগণ এই ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খুব একটা অবহিত ছিলেন না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তাঁদের কোন কাজে লাগতে পারে কিনা সে ধারণাও ছিল না। প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মও মূলত কিছু পাইকারি ব্যবসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাথে সাথে সীমিত কিছু খিনিসের ব্যবসাও ছিল। কিন্তু তাতে সমিতির ব্যবসা সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল না। আর্থিক ক্ষতি ও ঘাটতির বোঝা মাথায় নিয়ে সমিতি বহু বৎসর চালায়। কর্মচারিরা স্বল্প বেতনে মনে ক্ষোভ নিয়ে কাজকর্ম চালাতেন। সুদক্ষ পরিচালন বোর্ড অবস্থা ঘোরাতে কিছু বৎসরের অধিকাল ধরে প্রচেষ্ট পরিশ্রম করেন।

অবশেষে তাঁদের পরিশ্রম সাফল্যে পরিণত হয় এবং অবস্থা দ্রুত বদল হতে শুরু করে যখন তাঁরা হোলসেলে "স্বয়ং সেবা কেন্দ্র" চালু করলেন বছর কয়েক বৎসর আগে। এই "স্বয়ং সেবা কেন্দ্র" চালু হওয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা বছরের বছরের ধরে লক্ষ করে দেখা গেল অবস্থা বিরাটভাবে বদলে গেছে। শুধু ব্যবসায়িক দিক থেকেই নয়, জনগণের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। হোলসেল সমবায় যে জনগণেরই পরিষেবার জন্য এটা জনগণ প্রকৃতই বুঝে ফেলেছেন। নির্বাচিত পরিচালক বোর্ড এবং সুদক্ষ মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বর্তমান সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এর আরও উন্নতি বিধানে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি বাছাই করা [illegible] নিয়ে হোলসেল কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার হয়েছিলাম। প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন হোলসেলের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, বিক্রয়ের সাথে কমিটির সদস্যদের সুহাসরঞ্জন সেন, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মদনমোহন মাজি, ও কর্মচারী এবং স্বয়ং সেবা কেন্দ্রের সেকশন-ইন-চার্জ শিবেন্দ্রকিশোর ঘোষ।

প্রশ্ন : সভাপতি, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এবং পরিচালক ও কর্মিবৃন্দ। লক্ষ্য করা যাচ্ছে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে স্বয়ং সেবা কেন্দ্র চালুর পর থেকে একটা প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে বিগত কয়েক বৎসর ধরে। ক্রেতা সাধারণের ভিড় অনেক বেড়েছে ও বাড়ছে। কর্মচারিদের উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যাপারটি উৎসাহব্যঞ্জক নিঃসন্দেহে। তা আপনাদের "স্বয়ং সেবা কেন্দ্র" কবে থেকে চালু হয়েছে?

উত্তর : সঠিক তারিখ হিসাবে বলতে হলে লিখুন বাংলা ১৩৯৯ সালের ১লা বৈশাখ আমাদের "স্বয়ং সেবা কেন্দ্রের" আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

প্রশ্ন : উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই কি ক্রেতার ভিড় বেড়ে যায়?

উত্তর : না, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই নয়। প্রচার যত বাড়তে থাকে, দিনের পর দিন তত ভিড় বাড়তে শুরু করে।

প্রশ্ন : কি কি বিভাগ আপনাদের আছে?

উত্তর : "স্বয়ং সেবা কেন্দ্রে" আমাদের আছে মুদিখানা, মনিহারী ও কসমেটিক ইত্যাদি বিভাগ। তাছাড়া এর বাইরে ঔষধ ও বস্ত্র বিভাগ আছে।

প্রশ্ন : বর্তমানে আপনাদের কর্মচারির সংখ্যা কত?

উত্তর : বর্তমানে আমাদের যদি অফিস স্টাফ ধরেন তবে সব মিলিয়ে কর্মচারী সংখ্যা ৩২।

প্রশ্ন : বেশ। আমরা যা জানতে চাইছি তা হলো বর্তমানে আপনাদের গড় দৈনিক ক্রেতা সংখ্যা কত?

উত্তর : হ্যাঁ, গড় হিসেবেই দিতে হবে কারণ মাসের এক থেকে প্রায় দশ-বারো তারিখ অবধি প্রচণ্ড ভিড় হয়। বিশেষ করে মুপুরের পর থেকে। আমাদের ক্লোজিং আওয়ার সন্ধ্যা সাতটা। কিন্তু ভিতরে খরিদ্দার থাকায় আমাদের সব কাজ শেষ করতে রাত নটাও বেজে যায় ওই দিনগুলি। ভিড় সামলাতে আমরা এখন মাসের প্রথম রবিবারও কেন্দ্র খোলা রাখি। বাজেট ঘোষণার পর থেকে ভিড় কমতে থাকে। তা আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন গড় দৈনিক ক্রেতা সংখ্যা তা হচ্ছে দৈনিক গড়ে স্বয়ং সেবা কেন্দ্রে ৫৫০ জনের মতো এবং এর বাইরের বিভাগগুলোতে আরো ১০০ মতো। সব মিলিয়ে প্রায় ৪৫০ মতো আমাদের গড় দৈনিক ক্রেতা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, সারা মাসের তুলনায় মাসের প্রথম দিকে অতো ভিড় হচ্ছে কেন?

উত্তর : ব্যাপার স্বাভাবিক। মাসের প্রথমে মাইনে পেয়ে ক্রেতারা মাসকাবারি জিনিস কেনেন। ফলে ওই সময় বেশি ভিড় হয়। আর সেজন্য ব্যবস্থাও তৈরি থাকে আমাদের।

প্রশ্ন : বুঝলাম। আপনাদের গড় দৈনিক বিক্রি কত?

উত্তর : দৈনিক হিসেব এখনই দেওয়া হচ্ছে না তবে জেনে নিন আমাদের মাসিক গড় বিক্রি প্রায় সাত লক্ষ টাকার উপর।

প্রশ্ন : জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে নিয়েছে?

উত্তর : তারা এটাকে "তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান" ভাবছে এটা একদমই অনি যদি নাও বলি তবু বলতে হয় তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বেড়েছে ব্যাপকভাবে। পাড়া প্রতিবেশিদের সাথে তারাই আলোচনা করে। ফলে আরো খরিদ্দার এমনিতেই বাড়ছে। তাছাড়া এই "স্বয়ং সেবা কেন্দ্রের" ব্যাপারটা

প্রথম দিকে তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় একটা কৌতূহলও সৃষ্টি হয়। নিজের হাতে জিনিস বাছাই করা ও দাম দেখা, হাত হিসাব, দাম নেটানো, সময় বাঁচানো এইসব ব্যাপার তাদের কাছে এনেছে এক নতুনত্বের স্বাদ, বিশেষ করে বাঁকুড়ার মতো জেলায়। তাছাড়া জিনিসের গুণগত মান অনেক বেশি ও মূল্য বাজার দর থেকে কম এটা তাঁরা পরীক্ষা করে বুঝেছেন। আপনি যদি ১০০ টাকার মাল কেনেন তবে বাজার দর থেকে ২ থেকে ৯ টাকা অবধি কমে পাবেন। এইসব কারণেই জনমন এটাকে খুব উৎসাহের সঙ্গে নিয়েছেন।

প্রশ্ন : তাদের উৎসাহের দিকটা বললেন, এবার বলুন তাদের কোন অভিযোগ আসে কি না? এলে কি ধরনের?

উত্তর : মারাত্মক কোন অভিযোগ আমরা এখনও পাইনি। তবে একটা ব্যাপার যা হলো কখনও কোন আইটেম না থাকলে বা ঘাটতি হলে তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই যা। যেমন ধরুন, একজন ক্রেতা মাস-কাবারী সব জিনিসই পেলেন, দুটি পেলেন না। তাঁর বক্তব্য বাজারে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি সব কিছু এখান থেকে নেবো বলে। দুটি জিনিসের জন্য কেন বাজারে যেতে হবে। এইরকম ব্যাপার দু-একটা হয় আর কি!

প্রশ্ন : বাঃ,তাহলে এখানেই বোঝা যাচ্ছে ক্রেতা সাধারণ আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে কতটা ভালবেসে ফেলেছেন। আচ্ছা আপনাদের স্বয়ং সেবা কেন্দ্রের আইটেম কতো?

উত্তর : তা ধরুন হাজার তিন তো বটেই।

প্রশ্ন : পরিষেবার ব্যাপারটা আরও উন্নত করার পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর : আছে। আমরা আরো অতিরিক্ত কাউন্টার খোলার কথা ভেবেছি। তাছাড়া বিভিন্ন উপহার সামগ্রী, স্টেনলেস স্টিল, হিন্ডালিয়ামের জিনিসপত্র রাখবো ঠিক হয়েছে। মুদিখানার মালগুলি চাল বিক্রির কথাও ভাবা হয়েছে।

প্রশ্ন : ওজন করে জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা রেখেছেন নেই, না কি?

উত্তর : না না তা কেন? ক্রেতা স্বার্থে আমরা তাও রেখেছি। যদিও বহু জিনিস কোম্পানির প্যাকিং হয়েই বাজারে আসে। সেগুলো যেমন আমাদের আছে, তেমনি আমরাও মুদিখানার অনেক জিনিস প্যাকিং করে হাজির করি। এজন্য কয়েকজন কর্মী নিযুক্ত হয়েই আছে প্যাকিং-এর কাজে। তা সত্ত্বেও ক্রেতা স্বার্থে কিছু কিছু মুদি সামগ্রী আমরা ওজনেও বিক্রির ব্যবস্থা রেখেছি। যেমন ঘানি থেকে আনা সরষের তেল, আটা, মহুয়া জাতীয় জিনিস।

প্রশ্ন : বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো ও আইটেম বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে কি না?

উত্তর : নিশ্চয়ই। ক্রেতা যত ভালভাবে নেবেন এবং তাঁদের সংখ্যা ও চাহিদা যেমন যেমন বৃদ্ধি পাবে আমরাও সেইমতো সংস্থাসম্ভার বাড়াবো। এজন্য আমরা তৈরি হয়েই আছি সবদিক থেকে।

প্রশ্ন : ক্রেতা আকর্ষণে কি কি ব্যবস্থা আছে আপনাদের?

উত্তর : আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা প্রচার যথেষ্ট করেছি ইতিমধ্যে। এখনও করি নানাভাবে। ঘাটতি নেই। এদিকটা ছাড়া আমরা বছর শেষে ক্রেতাদের উৎসাহমূলক একটা করে উপহার বর্তমানে দিয়ে চলেছি। আর অন্যান্য কি পদ্ধতি নেওয়া যায় তা ভবিষ্যতে ভাবা হবে।

প্রশ্ন : পণ্যের গুণমান ঠিক রাখতে কি কি আপনারা করেন?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমরা বাজার যাচাই করে মাল কিনি। তা করতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মাল পরীক্ষা করি।

প্রশ্ন : মাল সংগ্রহ কোন্ কোন্ দিক থেকে করেন?

উত্তর : খোলা বাজার তো আছেই। তাছাড়াও আমাদের উৎপাদন সংস্থা এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত জিনিস সংগ্রহ করি।

প্রশ্ন : মার্জিন কি রকম রাখেন?

উত্তর : মার্জিন যে আমাদের অনেক কম বাজার দর থেকে, তা আর ক্রেতাদের বোঝাবার দরকার হবে না। তবে জানবেন মার্জিন বিষয়টা স্থির কোন ব্যাপার নয়, বাজার দর ওঠা নামার উপর নির্ভর করে। তবে তুলনামূলক-ভাবে বাজার দর থেকে আমরা মার্জিন কম রাখি। আর কিছু কিছু জিনিসে তো আমরা অতি কম মার্জিন রাখি। যেমন চিনি।

প্রশ্ন : কর্মিদের কাজে উৎসাহ দানে আপনাদের ব্যবস্থা কি কি?

উত্তর : আপাতত আমাদের যা ব্যবস্থা তা হলো সেল্ ইনসেনটিভ। বিক্রয়ের উপর উৎসাহ পুরস্কার।

প্রশ্ন : বেশ। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির ফলে এলাকার প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া কি? এবং আপনারা তাঁদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আনতে পেরেছেন কি না বলবেন।

উত্তর : বিষয়টা হচ্ছে এই, তারা আমাদের সহ্য করতে পারছে না। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের অসহযোগিতা করে। অপপ্রচারও করে। যেমন ক্রেতাদের বলে "ও হোলসেল বেশি দিন নয়, উঠে যাবে" ইত্যাদি। আবার কখনও দু-একটা জিনিসে দাম কমিয়ে বা ওল্ড স্টকের কম দামের মাল দিয়ে বলে "দেখ আমাদের দাম কম।" এইরকম সব অসহযোগিতা। তবে আমাদের এতে কিছু যায় আসে না। আর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কনজিউমার গুডসের ক্ষেত্রে আমরা তাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আনতে পেরেছি। তারা আর যেন ইচ্ছা মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারছে না।

প্রশ্ন : কখনও সখনও কোন কোন ক্রেতাকে বলতে শুনেছি হোলসেলের কয়েকটি জিনিসের দাম বাজার দর থেকে কিছু বেশি। ব্যাপারটা কি?

উত্তর : অসাধু উৎকর্ষতার কারণে এটা কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। বাজারে আজকাল বহু নকল মালও আছে বহু জিনিসে। যা সাধারণ ক্রেতাদের ধরবার উপায় নেই। তাছাড়া বাজারে ওল্ড স্টকের মালের দাম কম হতে পারে। আবার অনেক সময় আমাদের হেয় করতে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ব্যবসাদার দাম কমিয়ে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করেন।

প্রশ্ন : জেলার অন্যত্র শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর : মেলার ইতিমধ্যে খাতড়ায় খাতড়া মার্কেটিং সমবায় 'স্বয়ং সেবা কেন্দ্র' চালু করেছেন। ঝাঁটিপাহাড়ি ল্যাম্পও কয়েক বৎসর হলো এই কেন্দ্র চালাচ্ছেন ঝাঁটি পাহাড়িতে। আমাদেরও বিষ্ণুপুরে একটি শাখা আছে। এছাড়াও আমরা গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের দুর্লভপুর ও কালিদাসপুর গ্রামেই এরিয়ার বাসস্থল জমির উপর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শাখা খোলার পরিকল্পনা ও কার্যক্রম নিচ্ছি।

প্রশ্ন : আমার এবারের প্রশ্ন ক্রেতা ও কর্মী উভয়ের দিক থেকে মাল চুরি হতে পারে। প্রতিরোধের ব্যবস্থা কি আপনাদের?

উত্তর : ক্রেতাদের উপর নজরদারী রাখার জন্য আছে আমাদের 'ওয়াচম্যান কাম কী'। সবসময় মোতায়েন থাকেন। ক্রেতারা নিজস্ব ব্যাগ বা থলি নিয়ে স্বয়ং সেবা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট এলাকায় যেতে পারেন না। ওগুলো জমা রেখে আমাদের দেওয়া ঝুড়িতে মাল সংগ্রহ করেন। এরপর কাউন্টারে এসে দাম মিটিয়ে মালপত্র নিজেদের থলিতে ভরেন, আমাদের দেওয়া ঝুড়ি থেকে।

প্রশ্ন : এবার বলি ইনস্যুরেন্সের ব্যাপারে আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তর : শতকরা ১০০ ভাগ। স্টক-ইন-ট্রেড, ক্যাশ-ইন সেফ, ক্যাশ ভ্যান ট্রান্সমিট প্রভৃতি বিভাগে আমাদের শতকরা ১০০ ভাগ ইনস্যুরেন্স আছে।

প্রশ্ন : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা আমার কাছে তা হলো নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, সে ব্যাপারে আপনারা কিছু ভেবেছেন কি?

উত্তর : ছোটখাটো কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আমরা শুরু করতে চাই। যেমন ধরুন বই-খাতা, রেজিস্টার ইত্যাদি বাইন্ডিং, জেরক্স মেশিন বসানো ইত্যাদি।

প্রশ্ন : পাইকারি বিক্রি কমের দিকে ভাবছেন?

উত্তর : প্রাথমিক কনজিউমার্স সমিতি, বিপণন সমিতি, প্যাকেস এইসব ছাড়া অন্য কোথাও তো দেওয়া যায় না।

প্রশ্ন : গণনা যন্ত্র কি একটিই আপনাদের? যদি ওটি খারাপ হয় বিকল্প কিছু আছে?

উত্তর : একটি নয়। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে আমরা তিনটি মেশিন কিনেছি। তবে মেশিন কেল করতেই পারে। সব মেশিনই করে। আমাদের কর্মীরাও সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

প্রশ্ন : আপনাদের আর্থিক অবস্থা এখন কোন জায়গায়?

উত্তর : একটা সুস্থির অবস্থা, অর্থাৎ স্টেবল্ পোজিশন বলতে যা বোঝায় সেইরকম জায়গায় আমরা বর্তমানে এসেছি।

প্রশ্ন : আমার শেষ প্রশ্ন, অন্যান্য জেলার হোলসেলগুলোর সাথে আপনাদের সম্পর্ক কিরূপ রাখার দরকার পড়ে কি না?

উত্তর : সমবায়গত একটা সম্পর্ক তো এমনিতেই থাকছে। আর ব্যবসায়িক সহযোগিতা বিষয়ক সম্পর্ক তাও আমরা রাখি। ওটা তো প্রাইভেট ব্যবসায়ীরাও নিজ স্বার্থে করে। আমরাও করবো সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার স্বার্থে। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর ও অন্যান্য হোলসেলগুলো থেকে আমাদের বলছে তারা ধাতুশিল্পের হাত বন্দুকি আমাদের মাধ্যমে পেতে চায়। আমরা বিষয়টা চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : আচ্ছা ধন্যবাদ।

উত্তর : ধন্যবাদ।

▲

৪২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ

১৪-২০ নভেম্বর, ১৯৯৫

উদ্‌যাপনের দিনগুলি :

১৪. ১১. ৯৫	:	সমবায় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ দিবস
১৫. ১১. ৯৫	:	সমবায় দক্ষতা দিবস
১৬. ১১. ৯৫	:	সমবায় বিপণন, প্রকরণ এবং উপভোক্তা দিবস
১৭. ১১. ৯৫	:	সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস
১৮. ১১. ৯৫	:	সমবায় পরিষেবা ও সমবায় আবাসন দিবস
১৯. ১১. ৯৫	:	মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস
২০. ১১. ৯৫	:	সমবায় নেতৃত্ব দিবস

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

সমবায় সমাচার

সম্পাদক-ম্যানেজার প্রশিক্ষণ শিবির

২১ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট '১৫ পর্যন্ত বারাসত ১ নং ব্লকের ও হাবড়া ২ নং ব্লকের সম্পাদক-ম্যানেজারদের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সমবায় শিক্ষা কেন্দ্রীয় প্রকল্প উত্তর চব্বিশ পরগণার উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় শিক্ষা তহবিলের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের বারাসত ইউনিটের সভাকক্ষে। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন ইউনিট ম্যানেজার অশোককুমার ঘোষ। প্রশিক্ষণ শিবিরে 'ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা' বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। উক্ত শিবিরে বিভিন্ন দিনে বক্তব্য রাখেন মদনকুমার রায়, নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ; প্রবীরকুমার পাত্র, সমবায় শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ; সুস্মিত হালদার, সহ-নিবন্ধক, উত্তর চব্বিশ পরগণা ; নিত্যরঞ্জন ঘোষ ও অভেন্দু মুখার্জি, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ; তপন রায়, মোবাইল গাইড ; শৈবালেন্দু ব্যানার্জি, প্রজেক্ট অফিসার, জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ; বিশ্বজিৎ মুন্ডারী, কৃষি সহায়ক নির্দেশক ; দীপক গাঙ্গুলী, সুপারভাইজার, বারাসত ১নং ব্লক এবং বারাসত ১নং ব্লকের ও হাবড়া ২ নং ব্লকের সমবায় শিক্ষা নির্দেশকদ্বয়। উক্ত শিক্ষণ শিবিরে মোট ৩৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে মনীন্দ্রভূষণ অধিকারী ও সংবেদ আলী পেয়াদা, সমবায় শিক্ষা নির্দেশক, বারাসত ১ নং ব্লক ও হাবড়া ২ নং ব্লক।

☐ মনীন্দ্রভূষণ অধিকারী

পরিচালকমন্ডলীর ক্লাস

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে জেলার সহনিয়ামক-এর অফিস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহযোগিতায় ২৬ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই অবধি তিন দিনব্যাপি এক পরিচালক-মন্ডলীর ক্লাস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাকদ্বীপ শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে কাকদ্বীপ ও নামখানা ব্লকের বি ডি সি-র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে অন্তর্ভুক্ত মোট ২৪টি প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ২৬ জন পরিচালক ও ২৩ জন ম্যানেজার সহ মোট ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

২২ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট অবধি তিন দিনব্যাপি অপর একটি পরিচালকমন্ডলীর ক্লাস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাশীনগর শাখায় পরিচালিত হয়। এই ক্লাসে মথুরাপুর-১ এবং ২ নং ব্লকের বি ডি সি-র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে অন্তর্ভুক্ত মোট ২৭টি সমিতির ২৪ জন পরিচালক ও ২০ জন ম্যানেজার সহ মোট ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর অবধি তিন দিনব্যাপি অপরও একটি পরিচালক-মন্ডলীর ক্লাস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ক্যানিং শাখায় অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে ক্যানিং-১ ও ২ নং ব্লক ও বাসন্তি ব্লকের বি ডি সি-র অন্তর্ভুক্ত মোট ২০টি সমিতির ১৮ জন পরিচালক ও ১৮ জন ম্যানেজার সহ মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

উপরোক্ত তিনটি ক্লাসের উদ্বোধন করেন জেলার সহ নিয়ামক অরুণকুমার চ্যাটার্জি। তিনি বি ডি সি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা প্রতিটি ক্লাসেই ব্যক্ত করেন।

এই তিনটি ক্লাসে বি ডি সি তৈরির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বি ডি সি তৈরির ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশাবলী, বি ডি সি-র বিভিন্ন স্তর, আদর্শ সংগ্রহ, বি ডি সি-র জন্য বিভিন্ন খাতাপত্র ও তথ্য তৈরি, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সংগঠন, পণ্য বিপণন ও সারের ব্যবসা ও ক্রেতা ছোট্ট পণ্য দ্রব্য বিক্রির ব্যবসা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বক্তা পারদর্শী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তার মধ্যে ছিলেন মদনকুমার রায়, যুগ্ম নিয়ামক ও যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন। তিনি কাকদ্বীপ ও ক্যানিং-এর ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। সুকল্যাণ বিশ্বাস, উপ-নিয়ামক, মধ্যাঞ্চল, সমবায় দপ্তরের আঞ্চলিক অফিস, কলিকাতা, কাশীনগরের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। প্রবীরকুমার পাত্র, উপ-নিয়ামক, সমবায় শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ; নির্মলচন্দ্র ঘোষ, সহ-নিয়ামক, ইউনিট ম্যানেজার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ, ডায়মন্ড-হারবার ; কনীভূষণ প্রামাণিক, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, এস ই ও, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ, দক্ষিণ ইউনিট, ডায়মন্ড-হারবার ; সনাতন মন্ডল, হরষিত বিশ্বাস, সমলকৃষ্ণ কাণ্ডিলাল প্রমুখ সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, সহ-নিয়ামকের অফিস, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, আলিপুর ; পুলক সেন রায়, প্রাক্তন সম্পাদক, সরস্বতী সমবায় ক্রেতা ভান্ডার লিঃ ; তপোব্রত ব্যানার্জি, জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়ন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া প্রত্যেকটি ক্লাসেই উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমবায় পরিদর্শক ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও সুপারভাইজারগণ। জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অনিল অধিকারী ক্যাশিনগর ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিটি ক্লাসেই শেষ দিনে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রস্তুত বি ডি সি-র উপস্থাপন ও তার মূল্যায়ন করেন আধিকারিকরা। ক্লাসের সমন্বয়ে ছিলেন জেলার সহনিয়ামক। ক্লাস পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষা নির্দেশক।

☐ তপোব্রত ব্যানার্জি

রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

১০ ও ১১ জুন ছুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে গেল।

১০ জুন বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মনোরঞ্জন বসু। অতঃপর বাঁকুড়ার প্রায় প্রত্যেক শ্রেণির সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়।

২৫টি প্রবীণ ছাত্রীদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া। প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি চণ্ডীদাস চক্রবর্তী। সভার অভ্যাগতদের মধ্যে স্বাগত ভাষণ ও কর্মচারী ইউনিয়নের তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও বাঁকুড়া সিটুর সম্পাদক কিঙ্কর পোবাক। মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ অনিল মুখার্জি, কৃষিমন্ত্রী অচিন্ত্য রায়, বিধায়ক পার্থ দে, সভাধিপতি জগন্নাথদেব মিত্র, সংগঠনের সম্পাদক বাসুদেব ব্যানার্জি, সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মনোরঞ্জন বসু, বি পি বি ই-এর বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক সহ অন্য সমবায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সন্ধ্যায় কলিকাতার শিল্পীদ্বয় সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

১১জুন সকালে বর্ণাঢ্য মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হাজির হয় বাঁকুড়া রামকিঙ্কর ব্লক আবাসে। সংগঠনের ২২তম সাধারণ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মচারিদের নিজস্ব বিষয়গুলি ছাড়াও ব্যাঙ্ক তথা বাঁকুড়াবাসীর উন্নয়নকল্পে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্য সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে চণ্ডীদাস চক্রবর্তী ও বাসুদেব ব্যানার্জি। সন্ধ্যায় ব্যাঙ্ক কর্মীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসব সমাপ্তি হয়।

▲

পুষ্পা এস কে ইউ এসের ব্যাঙ্কিং শাখা উদ্বোধন

ব্যাঙ্কিং শাখা উদ্বোধনের কাজটা প্রায়ই করেন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলো। তাঁরা ঘটা করে অনুষ্ঠানও করেন, প্রচারও করেন। কিন্তু একটা প্রাথমিক কৃষি সমিতি তার ব্যাঙ্কের শাখা উদ্বোধন করবে এটা করে অনুষ্ঠান করে এ কথা বিশ্বাস হবে কি? উপায় নেই। বিশ্বাস করতেই হবে। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের পুষ্পা এস কে ইউ এস কাজটা করলেন গত ১ আগস্ট '৯৫ তারিখে বেলা তিনটেয়। বাঁকুড়া জেলায় এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম।

রামকৃষ্ণ হসপিটাল মোড়ে ফিতে কেটে শাখা উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়ার বিধায়ক ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে। প্রথম দিনেই প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার কাছাকাছি আমানত সংগৃহীত হয়। সমিতির সভাপতি মধুলাল গোস্বামী যে পরিসংখ্যান পেশ করলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ওঁদের ব্যাঙ্ক এগিয়েই চলেছে।

আমানত সংগ্রহের হার ঃ

৩১-৩-৯৩ — ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা
৩১-৩-৯৪ — ১০ লক্ষ ২১ হাজার ৫৮৭ টাকা
৩১-৩-৯৫ — ১৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯১৬ টাকা
৩১-৭-৯৫ — ২২ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৮৩ টাকা

সমিতি ঋণ দিয়েছে —

৩১-৩-৯৪ — ১ লক্ষ টাকা
৩১-৩-৯৫—৩ লক্ষ ১১ হাজার ৫৩০ টাকা
৩১-৭-৯৫ — ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৪০০ টাকা

কৃষি ঋণ দাদন —

৩১-৩-৯৪ — ৪ লক্ষ টাকা
৩১-৩-৯৫ — ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৮৯ টাকা
৩১-৭-৯৫ — ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা

পরপর চার বছর ১০০ ভাগ আদায়।

উদ্বোধনী সভায় বিশেষ অতিথি বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অমিত গাঙ্গুলী বলেন এটি সি সি বি-এই একটি উপশাখা। জেলার সমবায় আন্দোলন আজ আর নুতনত্বের নয়। যা একসময় ছিল। তখন আমরা ছিলাম একা। সবাইকে সাথে নিয়ে আজ আমাদের অগ্রগতি। অবাধ অর্থনীতির মোকাবিলায় এটাই সঠিক ব্যবস্থা। জেলায় ৩৫টি প্রাথমিক সমিতি ব্যাঙ্ক খুলে ৪ কোটিরও বেশি টাকা তুলেছে এবং সি সি বি-তে রেখেছে, যা দিয়ে সি সি বি জেলা উন্নয়নের কাজ করে এস সি বি-তে পাঠাবে, যা দিয়ে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ হবে। এই ব্যাঙ্ক চাষির প্রয়োজনের সময় সকাল ও বিকালে পরিষেবা দেবে। যা অন্যান্য ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে না। সকলকে এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অনুরোধ করেন তিনি।

সি সি বি-র সহ-সভাপতি মল্লিক মুখার্জি জেলার পল্লীবাসীর বিশ্বাসে ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব দানের কথা উল্লেখ করে বলেন ব্রিস্তর পঞ্চায়েতের মতো সমবায় ব্যাঙ্কও কাজ করছে। ছোট বড় সেচ প্রকল্পেও আমরা সাহায্য দিচ্ছি। ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক কিঙ্কর পোবাক সমিতির ধারাবাহিক অগ্রগতিকে সম্ভোষ প্রকাশ করে বলেন জেলায় প্রথম বাঁশী কৃষি সমিতি ব্যাঙ্কিং চালু করলে আমাদের মনে দ্বিধা ছিল লোকে আসবে কি না। কিন্তু ভাল পরিষেবার গুণে আজ কেন্দ্র ভোলা সমিতি ৫৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানত তুলেছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে এইভাবেই চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে।

বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ও প্রবীণ সমবায়ী অনিল মুখার্জি তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে এলাকা একটি কর্মসূচিতে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন অতীতে এমন হয়েছে যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দাদন করা হয়েছে তাদের ঠিকানা নেই। সমিতি ছিল মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। আজ অবস্থা পাল্টেছে। সমিতি সবস্ত হতে হয়রানি এড়াতে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে উল্টো নীতির জবাব আমরা এইভাবেই দেবো। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা আর কেন্দ্রের ওভার ড্রাফট নিইনি। এই ব্যাঙ্কিং সিস্টেম যাঁরা প্রসার করে চলেছেন তাঁদের ধন্যবাদ।

উদ্বোধক পার্থ দে বলেন সমবায়

আন্দোলনের গুরুত্বের কথা আমরা আজে আজে উপলব্ধি করছি। সমবায় আন্দোলনের পাশাপাশি আমরা কৃষিতেও অগ্রগতি করতে পারি এবং হাত তা বোঝান গেছে। যুক্তফ্রন্টের শাসন ওরুর পূর্বে রাজ্যে কৃষিতে ফসল ছিল ২ লক্ষ টন। যা আজ হয়েছে ১০ লক্ষ টন। কারণ আজ কৃষিক্ষেত্রে সমবায় একটা সুস্থ অবস্থা এনে দিয়েছে। এইভাবে শিল্পেও আমরা পারি চমক দেখাতে। কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তুলে দিচ্ছে। তারা লগ্নির ক্ষেত্রে শুধু লাভ-লোকসানের হিসাব করছে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজেও কিছু লগ্নি থাকা দরকার। যদি পরীক্ষা ব্যর্থও হয় তাহলেও কিছু একটা জানা হবে। কিন্তু ঝুঁকি কিছুটা নিতে হবে বৈকি। আমাদের উদ্যোগী ছেলেদের সাহায্য নিতে হবে। উদ্যোগের কাজটা চাকুরি করা থেকে অনেক কঠিন। এ রাজ্যে আমরা আজ রাজ্যে শিল্পের একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি। গ্রামীণ ও কৃষি সম্পর্কিত শিল্পোদ্যোগে লগ্নি করতে হবে।

এ আর সি এসের পক্ষে শপথ কর্মকার, সি ডি ও বক্তব্য রাখেন ও উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূজা এস কে ইউ এসের সভাপতি মধুলাল গোস্বামী।

☐ সন্তোষ ভট্টাচার্য

সমবায় সংবাদ

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কর্মসূচি অনুযায়ী বর্ধমান রেঞ্জ- ১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় রায়না-১ ব্লকের অধীনস্থ কতিপয় প্রাথমিক সমবায় (কৃষি উন্নয়ন)) সমিতির বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এবং ম্যানেজারদের নিয়ে গত ২৯ আগস্ট যৌথভাবে তিন দিনের একটি সমবায় প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শ্যামসুন্দর শাখার সভাঘরে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি হেমন্ত রায়। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে নিজনিজ সমিতি-গুলির পরিচালকমন্ডলীকে দক্ষতার সঙ্গে সমিতি পরিচালনার জন্য আহ্বান জানান। পরবর্তীক্ষেত্রে প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি-গুলির ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা কার্যকরী করার বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে সহজ ও সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেন উপনিবন্ধক ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সমবায় শিক্ষা অধিকারিক প্রবীরকুমার পাত্র।

দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণকারী পরিচালক-বর্গের ক্লাসে সমবায় সমিতির নির্বাচন পদ্ধতি, তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে কি ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তপন মুখার্জি, জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক, সমিতির সার্বিক উন্নয়নে জেলা সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা ও সমবায় শিক্ষা তহবিলের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন রেঞ্জ-১ সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক নবকুমার ঘোষ।

তৃতীয় ও শেষ দিনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ সভাপতি চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি, রেঞ্জ-১ ইউনিয়নের সভাপতি অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী-প্রসাদ ঘোষ, সহ-নিয়ামক এবং সুধাকর কোলায়, সভাপতি, রায়না-২ পঞ্চায়েত সমিতি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত সমবায়ী গড়ে তোলার কাজে রেঞ্জ-১ ইউনিয়ন সব সময় সচেষ্ট বলে মন্তব্য করেন সভাপতি অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সমিতির পরিচালন ক্ষেত্রে পেশাদার ব্যবস্থার দিকগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এ বিষয়ে পরিচালক ও কর্মিদের যৌথভাবে সচেষ্ট হওয়ার জন্য আহ্বান করেন রেঞ্জ-১ সহ নিয়ামক ভবানীপ্রসাদ ঘোষ।

চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি (সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক), বলেন এলাকার সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্যোগ সৃষ্টি করে প্রতিটি পরিবারকে সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত নিয়ে আসার স্বার্থে সকলকে কাজ করার অনুরোধ করেন। পরে গঠনমূলক বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে উপস্থিত পরিচালকবর্গকে উৎসাহিত করেন উপস্থিত অতিথি সমবায়ীবৃন্দ। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেন নবকুমার ঘোষ।

☐

২

সমবায় শিক্ষা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বর্ধমান রেঞ্জ-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় গড়বেতা ব্লকের সমস্ত প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ম্যানেজারদের নিয়ে গত ৫-২১ সেপ্টেম্বর (রবিবার বাদে) ব্যান্ডলিয়াস্থিত সগড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সভাগৃহে একটি সমবায় প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ধমান রেঞ্জ-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ জন ম্যানেজারের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে সভাপতি বলেন যে পিছিয়ে পড়া ব্লকের কথা স্মরণ করে এই ধরনের শিক্ষণ শিবির আয়োজনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে সমিতির পরিচালকবর্গ ও ম্যানেজারগণকে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত নিয়ে আমাদের এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক নবকুমার ঘোষ ও অন্যতম পরিচালক সচ্চিদানন্দ সরকার, সমবায় পরিদর্শক, সুপারভাইজারদ্বয় ও অডিটর।

পনেরো দিনের এই শিবিরে বিভিন্ন দিনে অতিথি বক্তাগণ নির্দিষ্ট বিষয়সূচির উপর বক্তব্য রেখেছেন। ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রেক্ষাপটে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি। তিনি আন্দোলনের স্বার্থে সমবায় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেন।

২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ-১ সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদক এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণ, রেঞ্জ-১-এর সহ নিয়ামক এবং গড়বেতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সগড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান। পনেরো দিনব্যাপি এই বিশাল শিবিরের বিষয়সূচির উপর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের আলো করে। শিক্ষার্থিদের বাস্তবধর্মী কেস ভিত্তি মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন রেঞ্জ-১ সহনিয়ামক ভবানীপ্রসাদ ঘোষ। খোলামেলা ও আন্তরিকতার ভরা এই ধরনের অনুষ্ঠানে

ম্যানেজারগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র দেওয়া হয়।

আগামিতে পরিচালকমন্ডলী ও ম্যানেজারগণের যৌথ শিবির যাতে আরও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন কেন্দ্র-১ ইউনিয়নের সম্পাদক। শিক্ষার্থিবৃন্দ, সগর্ব্বাই গ্রাম পঞ্চায়েত-এর কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি।

☐ তপন মুখার্জি

গাইঘাটায় ম্যানেজার প্রশিক্ষণ শিবির

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত একটি ব্লক গাইঘাটা। সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই জেলার মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর বলে পরিচিত। অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির সঙ্গে এই ব্লকে রয়েছে ৩৭টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ দান সমিতি। চার পাঁচটি সমিতিকে বাদ দিলে সব সমিতিগুলিরই ব্যবসা বন্ধমুখী। ব্যবসা বন্ধমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই সব সমিতিগুলিকে। এইজন্য 'ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা' ও পেশাদারী পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা তথা ম্যানেজারদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা পরিচালনার কৌশল সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য ঐ ব্লকের সমবায় কর্মিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের 'সমবায় শিক্ষা কার্যক্রম' অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় গাইঘাটা ব্লকের প্রাথমিক কৃষি ঋণ দান সমিতিগুলির ম্যানেজারদের পনেরো দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখায়-গত ১৭ জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই '৯৫ পর্যন্ত। ৩৫টি সমিতি থেকে ৩১ জন ম্যানেজার, ২ জন সহ-ম্যানেজার এবং ৩ জন একাউনটেন্ট মোট ৩ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগদান করেন।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন দিনে যে সকল বিশিষ্ট অতিথি ক্লাস নেন তাঁরা হলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সন্তোষ কুমার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক প্রভাত ভট্টাচার্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় হিমঘরের সভাপতি অরুণ মহাপাত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের বারাসত ইউনিটের এক ই ও অডীন মিত্র, বর্ণা মহকুমার সমবায় সমিতি সমূহের সিনিয়র অডিটর (গ্রেড-I) দেবদাস বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া ব্রাঞ্চের ম্যানেজার প্রমথকুমার মিত্র, ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সমবায় শিক্ষা অধিকারিক প্রবীর পাত্র, রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের বর্ণা মহকুমা অফিসের সাবজেই ম্যাটার স্পেশালিস্ট অনিমেষ বিশ্বাস, ডিস্ট্রেক্ট রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মানসকুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পবিত্র চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক সুভাষ রায়, ইফকোর ফিল্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ সুনীল ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মোবাইল গাইড তপন রায়, গাইঘাটা ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক গোবিন্দ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের বারাসত ইউনিটের ইউনিট ম্যানেজার-ডেপুটি রেজিস্ট্রার অশোক ঘোষ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের রাজ্য সমবায় প্রশিক্ষণ কমিটির সহ-সম্পাদক তুলসী মুখার্জি।

বিভিন্ন দিন প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে উৎসাহ দেন জেলার এ আর সি এস সুস্মিত হালদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ডেভেলপমেন্ট অফিসার হারাণ মিত্র এবং বর্ণা মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত সি ডি ও নিত্যরঞ্জন ঘোষ।

ম্যানেজারদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় হিমঘর লিঃ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (নর্থ চব্বিশ পরগণা ইউনিট), গাইঘাটা থানা কো-এগ্রিল. মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়ন।

যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই প্রশিক্ষণ শিবির সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কঠিন হতো তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার ম্যানেজার প্রমথকুমার মিত্র, সমবায় পরিদর্শক এবং জেলা সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রামকৃষ্ণ দত্ত এবং গাইঘাটা ব্লকের সমবায় পরিদর্শক অডীশ বিশ্বাস। সমগ্র প্রশিক্ষণ শিবিরটি পরিচালনা করেন এই প্রতিবেদক।

☐ মনোজ মৈত্র

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক পদে যোগদান করেছেন যুগ্ম-নিবন্ধক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অনন্তকুমার রায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গত ৩রা নভেম্বর থেকে। সুশান্তবাবু এর আগে সমবায়িকার মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক পদে ছিলেন।

চিঠিপত্র বিভাগ

জুন '১৫ সংখ্যার ভাণ্ডারে শ্রী অসীম রায়ের "সমবায়ে পেশাদারী ব্যবস্থাপনা" নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। এটা একটি সময়োপযোগী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গত লেখা। পেশাদারী ব্যবস্থাপনা বর্তমান বাজার অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত। তাই সমবায়ের ক্ষেত্রেও এর গ্রহণযোগ্যতাকে বাদ দেওয়া চলে না। গতানুগতিকভাবে চললে সমবায় সংস্থা ক্রমে রুগ্ন এবং বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। তাই সমবায়ের ক্ষেত্রে পেশাদারী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা আজ অপরিহার্য। লেখক সমবায় আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতাকে সামনে রেখে পেশাদারী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, কর্মধারা, প্রেক্ষাপট, গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা সুন্দরভাবে করেছেন যা সমবায়ীদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করবে। পেশাদারী ব্যবস্থায় অবশ্য করণীয় কাজগুলিকে লেখক সুনির্দিষ্টকরণ করেছেন সহজ সরল লেখনীতে। ভারতের সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, আইনবিধির সাথে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যা থেকে বহু বিষয় জানা যায়। বহু কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তগুলিকে উল্লেখ করে প্রবন্ধটির গুণগত দিকগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। তবুও তাত্ত্বিকভাবে বিস্তারিতভাবে পেশাদারী ব্যবস্থাপনার উপস্থাপনা করা হলে ত্রুটি হিসাবে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখের অভাব রয়েছে। বিশেষত কোথায় অর্থাৎ কোন সংস্থায় পেশাদারী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর ফলে সমবায় সংস্থার উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও উল্লিখিত প্রবন্ধটি সমবায়ীদের অবশ্য পাঠ্য হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার একান্ত কাম্য।

সমবায়ী অভিনন্দন সহ

অমিনা বসু
২৮এ বলদেও পাড়া রোড
কলিকাতা - ৬

▲▲▲

সমবায় মুখপত্র "ভাণ্ডার"-এর আগস্ট সংখ্যায় বিশিষ্ট সমবায়ী শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ ও একটি শ্রমিক ধর্মঘট" পড়ে ভাল লাগল।

একদা শ্রমিক নেতা শ্রীঅম্বিনী মুখোপাধ্যায় শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট রবীন্দ্রনাথ ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু লিখিত তথ্য হিসাবে বাসুদেববাবু এই প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

ইতিপূর্বে আপনারা "ভাণ্ডার" পত্রিকায় নারী প্রগতি নিয়েও একটি সুন্দর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গতানুগতিক পথে না চলে আপনারা এভাবে সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেভাবে প্রচেষ্টা হয়েছেন তা প্রশংসা অর্জন করবে।

শুভেচ্ছান্তে,

রণেশচন্দ্র দেবনাথ
ডিরেক্টর, সমাজকল্যাণ দপ্তর
ভারত সরকার

Government of West Bengal
Department of Cooperation

No. 3888-Coop/B/7M-15/95 Calcutta, the 29th September, 1995

RESOLUTION

The Governor is pleased to constitute District Level Committees comprising of the following members to make recommendations in the matter of selection of a society for assistance under the Central Sector Scheme of Assistance to Women's Co-operative during 1995-96.

a) District Collector/Dist. Magistrate	Chairman
b) Asstt. Registrar of Coop. Society of the Range/s in the District	Member/s
c) Officer-in-charge of the Intigrated Coop. Development Programme (ICDP) of the NCDC/Representative of the Regional Office of NCDC	Member
d) Secretary/CEO/Manager of the Central Coop. Bank/s in the District.	Member/s
e) Representative of the State Federation of Women Cooperative residing in the District	Member
f) Representative of the District Coop. Union	Member

2. The Committee will examine the eligibility of all primary women's cooperative society of the district in the light of the guidelines communicated through letter no. K-12014/1/95-CWS of Debt of Agriculture and Cooperation, Govt. of India and send their recommendations to the Registrar of Coop. Societies, Govt. of West Bengal and to this Debt for financial assistance to such women's society.

3. The Asstt. Registrar of Coop. Societies (Sadar) in charge of the respective district shall also be the convenor of the committee.

Order

Ordered that the Resolution be published in the Calcutta Gazatte and copies there of forwarded to the Chairman and the other member of the Committee.

By order of the Governor

Sd/- **S. C. Bhadra**
Deputy Secretary

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪১৩১/৩১-৪৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং বাস্তবিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৎস্যসরবরাহের দোকান খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

পঃ বঃ জেলিকস করতে কোরা মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একমাত্রিকলিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Haryana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.

OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS-: OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

	Branches	*Phone No.*
1.	Memari	Mem.-430 &282
2.	Shankarpur	Mem.-533
3.	Radhakantapur	Mem.-376; Stag - 70368
4.	Bohar	Stag - 70246
5.	Madhyamgram	Stag-70388
6.	Matiswer	.....
7.	Burdwan.	Burd.--62245

* * *

S.T.D. Code No. of Memarj-034491 and Burdwan-0342

Cold-Storage Capacity	*SHANKARPUR. 2 Lakh Mnds.*
Business of	*Banking ; Fertilizer; Seed ; Oil Cake ; Coal ; Cloth ; Grocery ; Pesticides ; Pisciculture ; Agriculture ; Dharmagola ; Ware-Housing.*
Pledging of	*Bronze utensile ; Potato Bonds.*
Service	*21 Moi Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.*

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

IN THE

CHANGING SCENARIO

AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION

INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind

in Eastern India, rendering services

for 76 years by a net work of 34 branches

throughout the district in the field of

Agriculture, Cottage and Small Industries, etc

SAVE WITH

BARDHAMAN BANK

FOR

YOUR SAFETY

BHANDAR ● Regn. No. 5451/62 ● November 95 ● Vol. XXXIII ● Postal Regd. No. WB/CC-199

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ কর্তৃক (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) পুনর্ঘোষিত

সমবায় নীতি

স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ

সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ

স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার

সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা

সমষ্টির জন্য ভাবনা

পুস্তিকাটি ছাপা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অশীম দাস কর্তৃক ১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অষ্টমতলা), কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং